যোগাযোগ কৌশল

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩)

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের শিশুদের মৌলিক শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। আজকের শিশু মনকে আগামী দিনের গর্বিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রস্তুত, অনুপ্রাণিত, উজ্জীবিত, উৎসাহিত ও বিকশিত করতে এ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিগত চার দশক ধরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মান সম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন দিক উদ্ভাবনের অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিতে নতুন দিগন্তের সূচনা সৃষ্টি করেছে। ফলশ্রুতিতে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত একটি জাতি গঠনের লক্ষ্যে চলমান উদ্যোগকে বাস্তবায়ন করা সহজ হবে। এটি সুস্পষ্ট যে, চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জনশক্তির ত্যাগ ও নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, আজকের জনগোষ্ঠীর ত্যাগ ও নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ত্যাগ ও নিষ্ঠাও প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে আসছে। অতএব, আচরণগত ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য চলমান তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে (পিইডিপি-৩) একটি যোগাযোগ কৌশল, কাঠামো ও কর্মপরিকল্পনা উদ্ভাবনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সরকারের কর্মসূচি ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এ যোগাযোগ কৌশলে তা তুলে ধরা হয়েছে। একটি যোগাযোগ কৌশল কি কারণে প্রয়োজন, আমাদের অভীষ্টজন কারা এবং আমরা কিভাবে তাদের কাছে পৌঁছুতে চাই - সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার তাগিদ এখানে রয়েছে। এছাড়া, কর্মসূচি বাস্তবায়ন, তদারকির প্রক্রিয়া, ফলাফল যাচাইয়ের মতো বিষয়গুলোও এর আওতায় আনা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো 'সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা' কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের সরকারি উদ্যোগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পরিবার, সমাজ এবং সাধারণ মানুষের কাছে পৌছানো।

এ কৌশলপত্র একটি জনপ্রিয় যোগাযোগ পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে, যা প্রাথমিক শিক্ষা সেবার প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করবে। আমরা এ কৌশলকে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মহাকর্ম হিসেবে বিবেচনার চেয়ে বরং একটি প্রায়োগিক দলিলে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছি। সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের জন্য এটির প্রয়োগ সহজতর করতে এ দলিলের একটি বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হলো ।

যারা এ কৌশলপত্রটির খসড়া প্রণয়নের উদ্দেশে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন আমি তাদের সকলের অবদানকে স্বীকার করছি। এছাড়া আমি এ প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন সহযোগী এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের মূল্যবান অবদানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি। আশা করি, এ কৌশল বাস্তবায়নের পর্যায়েও তারা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবেন।

আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি, বাংলাদেশের কোটি কোটি শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য অবদান রাখার সুযোগ নিতে ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে এ যোগাযোগ কৌশলপত্র সকলকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে সফল হবে।

মোঃ আলমগীর
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রসঙ্গ কথা

মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য পিইডিপি-৩ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সমন্বিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি, যা সমগ্র বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর লক্ষ্য হলো, 'সকল শিশুর জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা' গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়া, এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো, প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিশুকে কার্যকর ও শিশু-বান্ধব শিক্ষা দেয়ার জন্য "একটি দক্ষ, পরিপূর্ণ ও যৌক্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।"

পিইডিপি-৩ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষাসেবা ও মানসম্পন্ন শিক্ষা আহরণ পদ্ধতি; সক্ষমতা সৃষ্টি ও শিক্ষকদের মানসম্পন্ন শিক্ষাদান; উদ্বুদ্ধকরণ; অংশগ্রহণ এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (এসএমসি) ও অভিভাবক ফোরামের নিবিড় তত্ত্বাবধান; উপযুক্ত শিক্ষা সহায়ক পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ এবং সারা বছর জুড়ে বিদ্যালয় ও এলাকা ভিত্তিক সংগঠনসমূহের সময়োপযোগী ও উপযুক্ত প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ ও জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার অন্যতম কৌশল হিসেবে একটি ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের যোগাযোগ সেল এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা এ বাস্তবতা স্বীকার করে এগিয়ে এসেছেন যে, উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ কৌশল বিকাশের কাজ অত্যন্ত ব্যাপক, জটিল এবং একটি বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা বিরাট চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। তবে, এ লক্ষ্যে পৌঁছার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে ওয়ার্কিং গ্রুপ বেশ কিছু পরামর্শ সভায় মিলিত হয়ে একটি বাস্তব ভিত্তিক যোগাযোগ কৌশল উদ্ভাবনের উপায় ও পদ্ধতি প্রণয়ন করার প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করেছেন, যাতে যোগাযোগ কৌশলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়।

আশা করি, এ কৌশলপত্রটি জাতীয় পর্যায়ে নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারক এবং ব্যবস্থাপক ও মাঠ পর্যায়ে কৌশল বাস্তবায়নকারীদের ওয়ার্কিং ডকুমেন্ট হবে। দেশের সর্বত্র অনুরূপ প্রতিধ্বনি নিশ্চিত করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে এ নির্দেশনা অনুসরণের জন্য আহবান জানাচ্ছি, যা যোগাযোগ উদ্যোগকে শক্তিশালী করে প্রাথমিক শিক্ষায় কাঙ্খিত পরিবর্তন নিশ্চিত করবে।

এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে যারা তাদের অবদান রেখেছেন তাদেরকে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ কৌশলপত্রটি আমাদের শিশু ও জনগণের জন্য প্রকৃত অর্থেই পরিবর্তন আনয়নের হাতিয়ার হোক।

মোঃ হুমায়ুন খালিদ
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ২
প্রসঙ্গ কথা ৩
নির্বাহী সারাংশ ৬

১. ভূমিকা ৮
২. যোগাযোগ কৌশলের প্রয়োগ ও তার বিশ্লেষণ ১২
৩. যোগাযোগ কৌশলের বিয়য়বস্তু ২০
৪. যোগাযোগ মাধ্যম বিশ্লেষণ ২৩
৫. সৃজনশীল যোগাযোগ উপরকরণ, কার্যক্রম ও বার্তা নির্বাচন ৩৫
৬. অংশীজনের সাপেক্ষে যোগাযোগের কৌশল বিশ্লেষণ ৪০
৭. যোগাযোগ কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ৪৪
৮. যোগাযোগ কৌশলের জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সূচক ৪৯
৯. যোগাযোগ কৌশল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ৫৩

ছকের তালিকা

ছক-১ঃ সাধারণ শিক্ষার স্তর এবং ছাত্রছাত্রীদের মনোনীত বয়স ৮
ছক-২ঃ ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত স্কুলে শিক্ষর্থী ভর্তির চিত্র ৯
ছক-৩ঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে যোগাযোগ কৌশলের ভূমিকা ১৩
ছক-৪ঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও প্রান্তিক পর্যায়ের অংশীজনের তালিকা ১৫
ছক-৫ঃ যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাসমূহ ১৬
ছক-৬ঃ অংশীজনের কাঙ্খিত আচরণ ১৮
ছক-৭ঃ সুনির্দিষ্ট যোগাযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে যোগাযোগের বৈশিষ্ট্য ১৯
ছক-৮ঃ বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহারের হার ২৫
ছক-৯ঃ ইন্টারনেটের বহুবিধ ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ২৯
ছক-১০ঃ অংশীজনের সাপেক্ষে যোগাযোগের কৌশল বিশ্লেষণ ৪১
ছক-১১ঃ যোগাযোগ উদ্যোগ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ৪৫
ছক-১২ঃ পিইডিপি-৩ এর যোগাযোগ ফলাফলের পরিবীক্ষণ সূচক ৫০
ছক-১৩ঃ পিইডিপি-৩ এর জন্য যোগাযোগ পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট নিরীক্ষণ সূচক ৫১

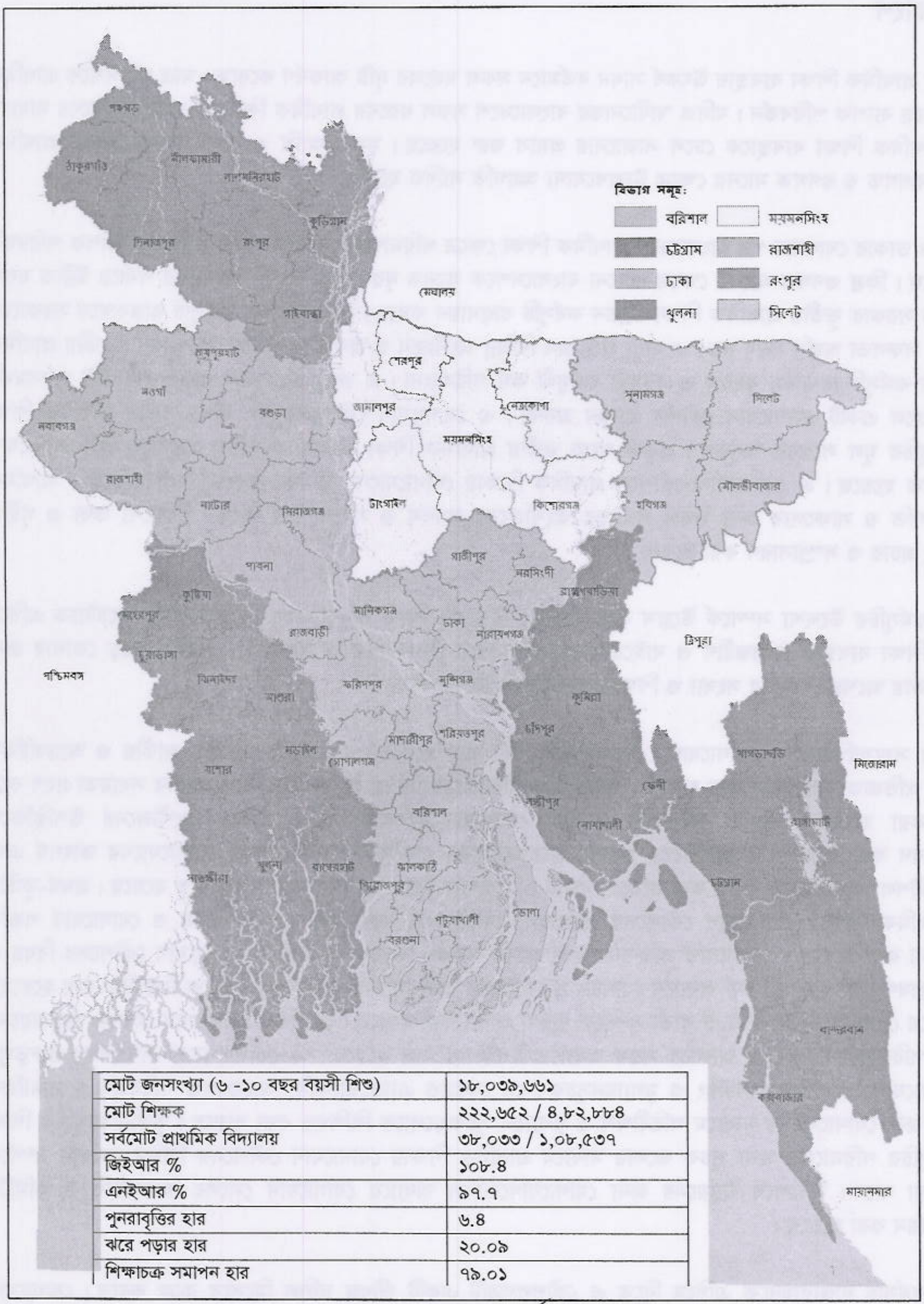

মোট জনসংখ্যা (৬ -১০ বছর বয়সী শিশু)	১৮,০৩৯,৬৬১
মোট শিক্ষক	২২২,৬৫২ / ৪,৮২,৮৮৪
সর্বমোট প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮,০৩৩ / ১,০৮,৫৩৭
জিইআর %	১০৮.৪
এনইআর %	৯৭.৭
পুনরাবৃত্তির হার	৬.৪
ঝরে পড়ার হার	২০.০৯
শিক্ষাচক্র সমাপন হার	৭৯.০১

নির্বাহী সারাংশ

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় উৎকর্ষ সাধন বর্তমানে সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মাত্র দুই দশকে প্রাথমিক শিক্ষায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। যদিও স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে সকল ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের মাধ্যমে এদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর প্রয়াস শুরু হয়েছে। মুলত আশি ও নব্বই দশক থেকেই প্রাথমিক শিক্ষায় পরিমাণগত ও গুণগত মানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

জমতিয়েন ও ডাকার ঘোষণার পর বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিমাণগত ও গুণগতমান উন্নয়নের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু গুণগত মানের ক্ষেত্রে এখনো বাংলাদেশকে অনেক দূর যেতে হবে। বিশ্বমানের পর্যায়ে উন্নীত হবার জন্য বর্তমান সরকার তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। যে কোন বড় কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের একার পক্ষে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন অংশীজন ও জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি অন্যতম বৃহত্তম ও বহুমুখী কর্মমুখী কর্ম পরিকল্পনা। এ কমসূচির সফল বাস্তবায়নে তাই জনসমর্থন প্রয়োজন। ফলে একটি যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন জরুরী। এ যোগাযোগ কৌশলের মূল লক্ষ্য তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির মূল লক্ষ্যের অনুরূপ। প্রকৃত পক্ষে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আলোকে এই যোগাযোগ কৌশল প্রণীত হয়েছে। এ যোগাযোগ কৌশলে প্রাথমিক শিক্ষায় যোগাযোগের ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে, ''প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি ও সাফল্যের জন্য সকল পর্যায়ের অংশীজনের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে তথ্য ও গৃহীত উদ্যোগসমূহ প্রচার ও সম্প্রাসারণ করা হয়েছে।"

যোগাযোগ কর্মসূচির উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, "শৈশবে শিক্ষা সুবিধা গ্রহণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেয়া এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ ও বাইরের সহ সকল স্তরে শিক্ষাবান্ধব ও সহযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।"

ইউনিসেফের সহযোগিতায় এ যোগাযোগ কৌশলপত্রটি রচনা করা হয়েছে। এ কৌশলপত্রটিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের অভিজ্ঞতা সংযোজন করা হয়েছে। পরবর্তীতে অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করে পরিমার্জন করা হয়েছে। একটি কর্মশালার মাধ্যমে যোগাযোগকৌশলটি সকল পর্যায়ে অংশীজনের উপস্থিতিতে যথপোযক্তকরণ করা হয়েছে। যোগাযোগের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যোগাযোগের তাৎপর্য এবং বাস্তবায়ন কৌশল বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মোট ৯টি অধ্যায় নিয়ে যোগাযোগকৌশল প্রণীত হয়েছে। প্রথম-তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষায় যোগাযোগ কৌশলের প্রয়োজন, যৌক্তিকতা, বাধাসমূহ ও কৌশলগত ও যোগাযোগ পদ্ধতি সর্ম্পকে বর্ণনা করা হয়েছে। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় অংশীজনের আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে যোগাযোগ কৌশলের বিষয় ও কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চর্তু অধ্যায়ে যোগাযোগ কৌশলের জন্য মিডিয়া ও চ্যানেল সর্ম্পকে বিস্তারিত বলা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে যোগাযোগ উপকরণ ও বার্তা সর্ম্পকে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখিত যোগাযোগ কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সমগ্র পরিকল্পনাটি ম্যাট্রিক্স আকারে সপ্তম অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ কৌশলপত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যোগাযোগ কৌশলের মনিটরিং ও মূল্যায়নসূচক। সে ক্ষেত্রেও এ্যাডভোকেসি, আচরণগত পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সূচকগুলোকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির পরিমাপের জন্য সূচক গুলোর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার যোগাযোগ কৌশলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সর্ম্পকে ধারণা পাওয়া যাবে। সর্বশেষে উন্নয়নের জন্য যোগাযোগকৌশল অধ্যায়ে যোগাযোগ সেলের কার্যপরিধি ও কমিটির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে।

যোগাযোগ কর্মসূচি বাস্তাবায়নকে এগিয়ে নিতে এ কৌশলপত্রটি একটি জীবন্ত দলিল হিসেবে কাজ করবে। যোগাযোগ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সুবিধা অসুবিধার আলোকে কৌশলপত্রটি পরিমার্জন পরিবর্ধন ও সমন্বিত করা হবে। এ সমীক্ষাটি একটি তথ্যপত্র হিসেবে অবদান রাখবে। আশা করা যায় বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় পরিমাণগত ও গুণগত মান উন্নয়নে এ সমীক্ষাটি ব্যপক ভূমিকা রাখবে।

১. ভূমিকা

ভূমিকা

শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানে এ অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

> '(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,
>
> (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,
>
> (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'

বৈশ্বিক পরিমন্ডলে সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষা এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আজ সমার্থক প্রায়। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত সবার জন্য শিক্ষা (ইএফএ) ঘোষণায় এ সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ঘোষণার পর উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো সবার জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তণ করে, ফলে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অর্ন্তভুক্তি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়।

পরবর্তীতে ২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত সহস্রাব্দ সম্মেলনে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা একটি অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে ঘোষিত হয় এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২ অর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এতত ব্যতীত ২০০০ সালে ইউনাইটেড নেশনস গালর্স এডুকেশন ইনিসিয়েটিভ (ইউএন জিইআই) যাত্রা শুরু করে। এ লক্ষ্যে জাতিসংঘের মহাসচিব তার সদস্যভুক্ত রাষ্ট্র সমূহের সরকারগুলোকে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালনে আহবান জানান এবং স্মরণ করিয়ে দেন যে বালক-বালিকা নির্বিশেষে সকল শিশুদের জেন্ডার সাম্য সুনিশ্চিত করা জরুরী।

ডাকার ঘোষণার স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশও সর্বজনীন মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এর ফলে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক এবং টেকসই প্রভাব সৃষ্টি হয় যা দারিদ্র বিমোচনে ব্যপক ভূমিকা রাখে। সাধারণ শিক্ষার ধাপ, সময়কাল এবং শিক্ষার্থীদের স্বীকৃত বয়স তথ্যাদি নিচের ছক-১ এ প্রদান করা হলোঃ

ছক-১ঃ সাধারণ শিক্ষার স্তর এবং ছাত্রছাত্রীদের মনোনীত বয়স

সাধারণ শিক্ষার স্তর	সময়কাল	স্বীকৃত বয়স
প্রাক-প্রাথমিক	১ বছরের কোর্স	৫ বছর
প্রাথমিক শিক্ষা (১-৫ শ্রেণি) নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা (৬-৮শ্রেণি)	৫ বছরের কোর্স ৩ বছরের কোর্স	৬-১০ বছর ১১-১৩ বছর
মাধ্যমিক শিক্ষা (৯-১০শ্রেণি)	২ বছরের কোর্স	১৪-১৫ বছর
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (১১-১২শ্রেণি)	২ বছর	১৬-১৭ বছর
স্নাতক ডিগ্রী (সাধারণ শিক্ষা)	৩/৪ বছর	১৮-১৯/২০/২১ বছর
স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	১/২ বছর	২০-২১/২২/২৩ বছর

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক উভয় ধরণের কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। দেশে বিদ্যমান পনেরো ধরনের আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছেঃ

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পরীক্ষণ বিদ্যালয়, শিশু কল্যাণ ট্রাষ্ট পরিচালিত বিদ্যালয় এবং উপানুষ্ঠানিক রস্ক মডেলের প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যেগুলো প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়;

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনেও কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা পরিচালিত হয়;
- আরেক ধরণের বিদ্যালয় হচ্ছে কিন্ডারগার্টেন, যা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নথিভুক্ত;
- এনজিও ব্যুরো পরিচালিত এনজিও বিদ্যালয় ও এনজিও শিক্ষা কেন্দ্র;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিশু কল্যাণ বিদ্যালয়;

নিচের ছক থেকে স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ও পাচঁ বছরের শিক্ষা সমাপন এবং শিক্ষার মানের অবস্থা ও মান উন্নয়নে উদ্যোগের প্রয়োজন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবেঃ

ছক-২ঃ ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত স্কুলে শিক্ষর্থী ভর্তির চিত্র

	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
৬-১০ বছর বয়স্ক শিশুর সংখ্যা	১৫,৭৫১,৭৪৮	১৮,১৬৮,৭৪৮	১৮,২০৯,৯৬৭	১৮,০৩৩,৪৯১	১৮,০৩৯,৬৬১
জিইআর (%)	১০৭.৭	১০১.৫	১০৪.৫	১০৮.৬	১০৮.৪
ছেলে	১০৩.২	৯৭.৫	১০১.৩	১০৬.৮	১০৪.৬
মেয়ে	১১২.৪	১০৫.৬	১০৭.৬	১১০.৫	১১২.৩
লিঙ্গ সাম্য সূচক	১.০৯	১.০৮	১.০৬	১.০৩	১.০৩
এনইআর (%)	৯৪.৮	৯৪.৯	৯৬.৭	৯৭.৩	৯৭.৭
ছেলে	৯২.২	৯২.৭	৯৫.৪	৯৬.২	৯৬.৬
মেয়ে	৯৭.৬	৯৭.৩	৯৮.১	৯৮.৪	৯৮.৮
লিঙ্গ সাম্য সূচক	১.০৬	১.০৬	১.০৪	১.০২	১.০২
পনুরাবৃত্তির হার	১২.৬	১১.১	৭.৩	৬.৯	৬.৪
ঝরে পড়ার হার	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯
শিক্ষাচক্র সমাপন হার	৬০.০২	৭০.৩	৭৩.৮	৭৮.৬	৭৯.১

তথ্য সূত্রঃ পৃষ্ঠা ৬৭, বাংলাদেশ প্রাইমারি এডুকেশন এনুয়াল সেক্টর পারফরমেন্স রিপোর্ট (এএসপিআর) ২০১৫

প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছে। বিগত দুই দশকের অধিক সময় যাবত 'সবার জন্য শিক্ষা'র (EFA) লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছে। বিগত দুই দশকের অধিক সময় যাবত 'সবার জন্য শিক্ষা'র (EFA) লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প এবং কতিপয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার পরিমানগত ও গুনগত মান উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি উন্নয়ন করা হয় (ইউনিসেফ সহায়তাপুষ্ট আইডিয়াল প্রকল্প, ডিএফআইডি সহায়তাপুষ্ট এস্টিম প্রকল্প, নোরাড সহায়তাপুষ্ট প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়ন প্রকল্প)। যদিও প্রকল্পগুলো দু'টি ভিন্ন সময়ে শুরু হয়েছিল, সেগুলো যৌথভাবে নামকরণ হয়েছে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বা পিইডিপি-১ (১৯৯৭-২০০৩)। এতে ছাত্র সংখ্যা, শিক্ষা সমাপন, শিক্ষার মান ও মনিটরিংসহ দশটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পিইডিপি-১ এর অর্জনসমূহ যেহেতু সুস্পষ্ট ছিল, তাই প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মকান্ডকে বিচ্ছিন্ন প্রকল্পের চেয়ে বরং বাস্তব উপায়ে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ সরকার দেশের বৃহত্তম শিক্ষা উন্নয়ন উদ্যোগ হিসেবে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-২) গ্রহণ করে এবং ২০০৪-২০১১ মেয়াদে তা বাস্তবায়িত হয়। পিইডিপি-২ ছিল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি সুসংগঠিত ও সমন্বিত উপখাত যার মধ্যে মান উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য সৃষ্টি ও সুশৃংখল সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এসব কর্মসূচি এবং অন্যান্য খাত ভিত্তিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এটি সুস্পষ্ট যে শিক্ষা কর্মসূচি অবশ্যই অংশীজনকে সাথে নিয়ে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এ ধরণের শিক্ষা কর্মসূচিতে অভিভাবক, শিক্ষক, জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ, এনজিও এবং সরকারি কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ভূমিকা, আগ্রহ ও দায়িত্বশীলতা থাকতে হবে। ২০১০ সালের নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীদার ও সহযোগীদের সহযোগিতায় সরকার বিভিন্ন ধরণের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। শিক্ষা নীতিতে বলা হয়েছে যে স্কুলের পরিবেশকে আকর্ষণীয় ও আনন্দপূর্ণ করতে হবে। এজন্য খেলাধুলা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা এবং স্কুলের ভৌত পরিবেশকে সুন্দর করে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে দৈহিক শাস্তির কোন স্থান থাকবে না। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশে স্কুলের স্যানিটেশন সুবিধা থাকবে। বিদ্যালয়গুলোতে হতদরিদ্র, বঞ্চিত ও স্বল্প বঞ্চিত শিশুদের জন্য সুষ্ঠু নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। স্কুলের উন্নয়ন কর্মকান্ডে এলাকাবাসী ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্কুলের কর্মকান্ডে নির্দেশনা দেয়ার জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে (এসএমসি) ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এসব কর্মসূচির ফলে প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক উভয় ক্ষেত্রে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার সত্বেও ঝরে পড়ার হার এবং শিক্ষার নিম্নমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বড় বাঁধা হিসেবেই রয়ে গেছে। এছাড়া কিছু কিছু শিশু আছে যারা স্কুলে ভর্তি হচ্ছে না স্কুলে থেকে ঝরে পড়ছে, অথবা শিশু শ্রমের কারণে স্কুলের বাইরে রয়ে যাচ্ছে, অথবা ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও জেন্ডার বৈষম্যের কারণে যাদের স্কুলে যাওয়ার সুযোগ সীমিত। বাংলাদেশে ৩৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে মাত্র ১৪.৬ শতাংশ শিশুকালীন শিক্ষা কর্মসূচিতে (এমআইসিএস) অংশ নেয়। এক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার সামান্য বেশি। যেসব পরিবার তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রতিদিন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে শিশুশ্রম তাদের জীবিকা অর্জনের একটি কৌশল। জাতীয় জরিপে (চাইল্ড লেবার এন্ড এডুকেশন, ২০০৮) দেখা যায় যে, বাংলাদেশের যেসব শিশুর বয়স ৫ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে তাদের ১৩ শতাংশ শ্রমজীবী এবং শহরের বস্তিবাসী শিশুদের মধ্যে এ হার অধিক। জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ অনুযায়ী ১৩ লক্ষ শিশু বিপজ্জনক শ্রমে জড়িত।

চলমান তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নের পাশাপাশি হতদরিদ্র, বঞ্চিত, শ্রমজীবী ও ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষা নিয়েও কাজ করে। পিইডিপি-১ ও ২ এর অধীনে গৃহীত মান উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং সুসমন্বিত সংস্কারের বহু কর্মসূচি পিইডিপি-৩ এ অব্যাহত রয়েছে।

২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষা নীতির আলোকে পিইডিপি-৩ তে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য চারটি নীতি নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছেঃ

(ক) একটি কাঠামোর অধীনে সমন্বিত বিদ্যালয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে সরকারি, এনজিও এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে একীভূতকরণ;

(খ) ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস, উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন;

(গ) প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ;

(ঘ) এনজিও এবং বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি;

সামগ্রিকভাবে পিইডিপি-৩ এর লক্ষ্য হলোঃ "সকল শিশুকে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান।" "প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল শিশুকে কার্যকর ও শিশু-বান্ধব শিক্ষা দেয়ার জন্য একটি দক্ষ, পরিপূর্ণ ও যৌক্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে সামগ্রিক লক্ষ্য" নির্ধারণ করা হবে।

রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট (আরবিএম) মডেল অনুসরণ করে পিইডিপি-৩ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যেখানে পনেরটি সূচকের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ছয়টি ফলাফলের সাফল্য পরিবীক্ষণ করা হবেঃ

১) উন্নত শিখন ফল;

২) সার্বজনীন অংশগ্রহণ ও সমাপন;
৩) বৈষম্য হ্রাস;
৪) বিকেন্দ্রীকরণ;
৫) বাজেট বরাদ্দে বর্ধিত কার্যকারিতা এবং
৬) কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

স্কুল পর্যায়ে শিখনফল অর্জনের উন্নতির জন্য ক্লাসরুম ভিত্তিক মূল্যায়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এসব পরিবীক্ষণ কর্মসূচি চালু রাখা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত শিখন-শেখানো কার্যকর করার লক্ষ্যে উপকরণ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব অব্যাহত রাখা হয়েছে।

বিগত পনের বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিনিয়োগের ধারাবাহিক কর্মসূচির মধ্যে পিইডিপি-৩ ব্যাপক ও বহুমাত্রিক ফলাফল প্রত্যাশী। উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ এ বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

২. যোগাযোগ কৌশলের প্রয়োগ ও তার বিশ্লেষণ

যোগাযোগ কৌশলের ভূমিকা

যোগাযোগ একটি চলমান প্রক্রিয়া যা কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী, প্রকল্প বা স্থানে সীমাবদ্ধ নয়। যোগাযোগ কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির আন্তঃবিনিময় এবং সকল পর্যায়ের অংশীজনকে তাদের নিজ নিজ ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার মধ্য দিয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা এবং তা প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করা। যোগাযোগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে এভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারেঃ

- বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজন ও উদ্যোগক্তাদের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান নিশ্চিত করা;
- জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নানাবিধ প্রচার প্রচারণা ও অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহন ও বাস্তবায়ন;
- সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনের পক্ষে প্রচারণা;
- প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় এমন সমস্যাগুলো ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা উত্তোরণের জন্য যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ;
- ব্যক্তি, জনগোষ্ঠী ও সমাজের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে টেকসই রূপ দেয়া;

নিচের ছক-৩ থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে যোগাযোগ কৌশলের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারেঃ

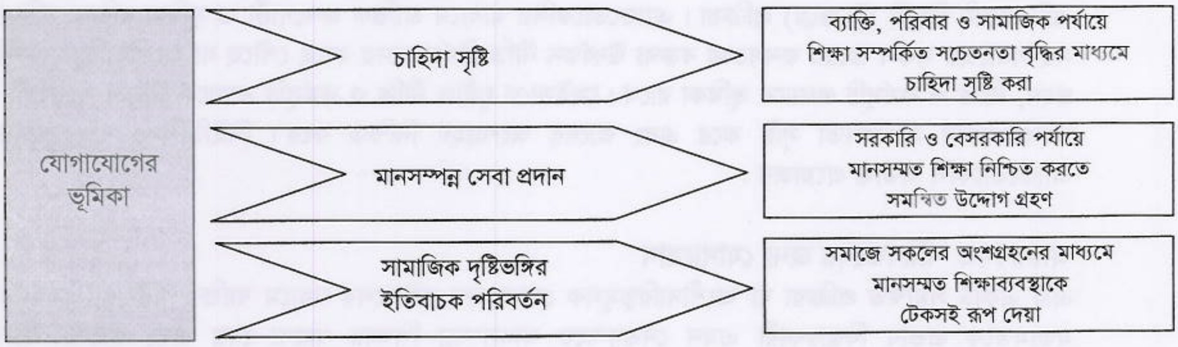

পিইডিপি ১ ও ২ -এ যোগাযোগ কৌশলের ইতিহাস

১৯৯০ এর দশক থেকে বাংলাদেশ সরকার, এনজিও এবং সহযোগী সংস্থাগুলো শিক্ষার উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এর ফলে বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রসংখ্যা ও শিক্ষা সমাপনী হার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন সৃষ্টি হয়েছে। 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য উন্নয়নের জন্য অংশীজনদের সম্পৃক্ত করতে ১৯৯২ সালে 'সবার জন্য শিক্ষা' শ্লোগানের মধ্য দিয়ে প্রথম সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ চালু করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে একটি যোগাযোগ কৌশল উদ্ভাবন করা হয় এবং 'সকল শিশুর জন্য মৌলিক শিক্ষা'র উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে ২০০১ সালে এ যোগাযোগ কৌশলকে সংশোধন ও সম্প্রসারণ করা হয়। এ কৌশলের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অংশীজনকে কাজে লাগানোর জন্য বেশ কয়েকটি যোগাযোগ প্যাকেজ তৈরি করা হয়, যার মধ্যে আছে ধারাবাহিক নাটক, রেডিও ও টিভি প্রোগ্রাম এবং টক শো, বিলবোর্ড স্থাপন, দেয়াল লিখন, মুদ্রিত উপকরণ, প্রাথমিক শিক্ষা মেলা, উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা, আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ প্রশিক্ষণ, সকল শিক্ষা কর্মকর্তার ওরিয়েন্টেশন, অংশগ্রহণমূলক জনপ্রিয় নাটক প্রদর্শনী এবং মীনা যোগাযোগ উদ্যোগ। এ সকল যোগাযোগ তৎপরতা জাতীয়, বিভাগীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়।

বাংলাদেশে কন্যা শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কন্যা শিশুদের শিক্ষার বিকাশ, উন্নয়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে একটি সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে মীনা যোগাযোগ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মীনা যোগাযোগ উদ্যোগ প্রাথমিকভাবে মেয়েদের শিক্ষার উপর প্রচারণা চালিয়েছে এবং টিভিতে বেশ কিছু ধারাবাহিক কার্টুন

প্রচারণা ও শিশুদের জন্য কমিক বইয়ে তা সীমিত থাকলেও পরবর্তীতে তা শিক্ষা কেন্দ্রিকভাবে তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশে মীনা যোগাযোগ তৎপরতা, শিক্ষা উন্নয়ন, লিঙ্গ ভিত্তিক বিষয় এবং মেয়েদের আত্মমর্যাদা সৃষ্টির লক্ষ্যে অভূতপূর্ব সারা ফেলেছে। এছাড়া শিশুদের শিক্ষায় আগ্রহী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মীনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিনোদনের মাধ্যমে শিশুদের কাছে সামাজিক বার্তা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে মীনা এখনো জনপ্রিয় একটি মাধ্যম।

শিক্ষাকে জাতীয় কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে সরকারি ও বেসরকারি যোগাযোগ উদ্যোগগুলো যথেষ্ট অবদান রেখেছে। যদিও প্রাথমিক শিক্ষা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে এবং স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, কিন্তু এখনো সেবা প্রদানের আওতাধীন সম্প্রসারণ ও মানের কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

যোগাযোগ পদ্ধতির কৌশলগত দিক

বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজনের কাছে পৌঁছার জন্য এ যোগাযোগ কর্মসূচি তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করবে।

এ্যাডভোকেসি

এটি একটি দ্বিমুখী (টু-ওয়ে) প্রক্রিয়া। এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সুবিধা বঞ্চিত পরিবারসমূহ সহ সমাজের সকল স্তরের জনগণের বক্তব্য উর্ধ্বতন নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছে যা অংশীদারিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নে ভূমিকা রাখে। সেইসাথে গৃহীত নীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে উন্নয়ন সহযোগী ও মূল অংশীজনদের সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। পিইডিপি-৩ বাস্তবায়নের জন্য এ্যাডভোকেসি অত্যন্ত প্রয়োজন।

আচরণগত পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ

এটি একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া যা অংশীদারিত্বমূলক যোগাযোগ কৌশলের মধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, এলাকাবাসী ও মতামতকে প্রভাব বিস্তারকারী এমন নেতৃবৃন্দকে মানসম্পন্ন শিক্ষার ধারণা দেয় এবং তাদের আচরণগত পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ

এ পদ্ধতি সামাজিক রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে প্রভাবিত ও শক্তিশালী করতে অংশীজন, এলাকাবাসী এবং বিভিন্ন নেটওয়ার্ককে উদ্বুদ্ধ ও সক্ষম করে তুলে। অংশীজন, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও), বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি), সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (এইউইও), উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ইউইও), ওয়ার্ড উন্নয়ন কমিটি, স্থানীয় সরকার সাব-কমিটিগুলো এ পদ্ধতিকে ব্যবহার করে কাঙ্খিত রীতিনীতি ও আচরণের দীর্ঘস্থায়ী টেকসই সামাজিক পরিবর্তনকে সমর্থন করে।

পিইডিপি-৩ বাস্তবায়নে যোগাযোগ কৌশলের ভূমিকা

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) সামগ্রিক লক্ষ্য হলোঃ "বাংলাদেশের সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত কার্যকর ও শিশু-বান্ধব শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি দক্ষ, পরিপূর্ণ ও সমতাপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।" এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে, এ কৌশলপত্রে যোগাযোগের ভূমিকাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছেঃ "প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ও সাফল্যের জন্য সকল পর্যায়ের অংশীজনের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে গৃহীত উদ্যোগসমূহ তথ্য ও প্রচার ও সম্প্রসারণ করা।"

আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক উভয় ধরণের কাঠামোর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মানের ও সেবার দিকটির উপর গুরুত্ব প্রদান করে যোগাযোগ কৌশলের কর্মসূচিগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, "শৈশবে শিক্ষা সুবিধা গ্রহণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেয়া এবং সকল স্তরে শিক্ষা বান্ধব ও সহযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও শিক্ষার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করণ।" কর্মসূচিগুলো নির্বাচন করতে গিয়ে পিইডিপি-১ ও পিইডিপি-২ এ ব্যবহৃত বার্তা, উপকরণ ও মাধ্যমগুলোকে নিরীক্ষা করা হয়েছে।

এছাড়াও যোগাযোগ কর্মসূচিগুলোর নিয়মিত বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের বিষয়গুলোও চিহ্নিত করা হয়েছে যা যোগাযোগ কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে।

যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় অংশীজন

একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন অংশীজনের (টার্গেট অডিয়েন্স) আচরণগত বিশ্লেষণ যোগাযোগ প্রক্রিয়া তৈরির ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশ্যকীয় ধাপ। এ বিশ্লেষণে অংশীজনকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও প্রান্তিক - এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাথমিক অংশীজন হচ্ছে প্রত্যক্ষ প্রভাব সৃষ্টিকারী গ্রুপ। মাধ্যমিক ও প্রান্তিক পর্যায়ের অংশীজন পরোক্ষ প্রাথমিক অংশীজনকে সমর্থন করে। অনেক সময় যোগাযোগ কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র প্রাথমিক অংশীজনের জন্য তৈরি করা হয় এবং মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের অংশীজনেকে স্বল্প গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

শিশুরাই শিক্ষা প্রক্রিয়ায় প্রকৃত উপকার বা সুবিধাভোগী। কিন্তু, যোগাযোগ কৌশলের আওতায় ঐ সকল অংশীজনের আচরণের উপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন, যাদের আচরণের পরিবর্তনের ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজ হবে। অর্থ্যাৎ পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দ। এছাড়াও যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে (পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দ) দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণকে প্রভাবিত করে অথবা কাঙ্খিত আচরণ চর্চা করানোর ব্যাপারে সক্ষম হয় তাদেরকেও যোগাযোগ কর্মসূচি বাস্তবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। যেমন এলাকাবাসী, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিশু ও শিক্ষা সেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য কমিউনিটি, যাদের নিজ নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মানসম্পন্ন শিক্ষা দান নিশ্চিত করতে বিরাট এক ভূমিকা রয়েছে। পিইডিপি-৩ এর আওতায় যোগাযোগ কৌশলের জন্য প্রধান অংশীজনের তালিকা বর্ণিত হলোঃ

ছক-৪ঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও প্রান্তিক পর্যায়ের অংশীজনের তালিকা

প্রাথমিক পর্যায়ের অংশীজন	মাধ্যমিক পর্যায়ের অংশীজন	প্রান্তিক পর্যায়ের অংশীজন
- ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের পিতামাতা ও অভিভাবক; - সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পিতামাতা ও অভিভাবক; - শ্রমজীবী শিশু, ঝরে পড়া শিশু, বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের পিতামাতা ও অভিভাবক; - প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকবৃন্দ; - পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলোর পাড়া কেন্দ্র ভিত্তিক কর্মীবৃন্দ;	- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি), কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) ও টাস্ক ফোর্স; - শিশু, কিশোর ও যুবক; - কাবদল ও ছাত্র পরিষদ; - বিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন কর্মসূচি কমিটি (স্লিপ/ SLIP); - শিক্ষক অভিভাবক সমিতি (পিটিএ); - নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান; - সুশীল সমাজের প্রতিনিধি; - ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ ও নারী সদস্যবৃন্দ; - ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি; - স্থানিয় ক্লাব ও সংস্কৃতিক দল; - পার্বত্য জেলাগুলোতে হেডম্যান (ব্যবসায়ী) ও কারবারী (খুচরা বিক্রেতা);	- জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের নীতি নির্ধারক, মন্ত্রি, সাংসদ, চেয়ারম্যান, সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান, নেত্রি স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ; - বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা; - স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটি; - মহিলা ও পুরুষ ওয়াড কমিশনার; - বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী সংগঠন; - সম্পাদক ও সাংবাদিক; - অনুষ্ঠান প্রযোজক; - কমিউনিটি রেডিও উদ্যোগতা; - বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি;

যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

নিচে যে প্রতিবন্ধকতাসমূহ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায়। এ প্রতিবন্ধকতা উত্তোরণের মাধ্যমে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

পিইডিপি-৩ এর বিভিন্ন কর্মসূচি এবং যোগাযোগ কৌশল বাস্তবায়নের করতে মধ্য গিয়ে পিইডিপি-১ ও ২ এর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, ২০১১ সালের পিইডিপি-২ এর যোগাযোগ কৌশলের মূল্যায়নের উপর প্রতিবেদন, প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং শিক্ষায় প্রভাব সৃষ্টি করার মতো বিষয়ের উপর বিদ্যালয় ও পরিবারের মূল্যায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (চিলড্রেন'স ভিউজ এন্ড অলটারনেটিভ রিপোর্ট অন চাইল্ড রাইটস ইন বাংলাদেশ, ২০০৭) বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে সমস্যাগুলো চিহ্নিত হয়েছে।

ছক-৫ঃ যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

ব্যক্তি ও পরিবার
• স্কুলে বিনোদনের সুযোগ সীমিত, এবং শিশুরা স্কুলে আনন্দ পায় না;
• প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের প্রকাশ্য আচরণ শিক্ষার্থীদের স্কুলে আকৃষ্ট করে না;
• প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য অত্যন্ত সীমিত সুযোগ সুবিধা;
• দরিদ্র পিতামাতারা শিক্ষার কোন সুফল দেখতে পাননা। তারা স্বল্প মেয়াদে উপকার পেতে অধিক আগ্রহী এবং দীর্ঘমেয়াদী উপকারকে কম অগ্রাধিকার দেয়। ফলে তারা শিশুদের আয়ের প্রতি আগ্রহী হন;
• পিতামাতা ও অভিভাবকরা বিশ্বাস করেন যে, শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। ফলে তারা স্কুলের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন না;
• পিতামাতা ও অভিভাবকরা মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে অসচেতন। তারা জানেন না যে, মানসম্পন্ন শিক্ষার অর্থ কি এবং এ ক্ষেত্রে তাদের করণীয় কি;
• পিতামাতা, অভিভাবক ও পরিবার তাদের সন্তানের প্রয়োজনের প্রতি তেমন মনোযোগ দেননা। একটি নিরাপদ, সুরক্ষিত ও আনন্দপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশের প্রয়োজন সম্পর্কে তাদের ধারণা সীমিত;
• শিশুদের বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ কল্যাণ সম্পর্কে পিতামাতা ও অভিভাবকের যথাযথ জ্ঞান নেই। ফলে তারা নিয়মিত স্কুলে আসে না;
• পরিবারের সদস্যরা শিশুদের পরিবারিক কাজ করতে বাধ্য করে;
• মানসম্পন্ন শিক্ষা সম্পর্কে পিতামাতা ও অভিভাবকদের অস্বচ্ছ ধারণা;
• প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষাকে এক ধরণের সমাজ কল্যাণমূলক কাজ হিসেবে দেখা হয়, শিক্ষার অধিকার হিসেবে নয়;
• পরিবারের সদস্যরা ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বৈষম্য করে;
• পিতামাতা ও অভিভাবকরা কিশোরী মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে সম্ভাব্য হেনস্থার ভয় করে;
শিক্ষক
• অধিকাংশ শিক্ষক মনে করেন যে, সমাজে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দেয়া হচ্ছে না;
• শিক্ষকরা মনে করেন যে, তারা যে ভালো কাজ করছেন, তা মূল্যায়ন বা পুরস্কারের মাধ্যমে স্বীকৃতি পায় না;
• শিক্ষার অগ্রগতিতে শিক্ষকরা যে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছেন সে সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই;
• শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত;
• শিক্ষার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজের জন্য তারা অতি স্বল্প বেতন লাভ করেন;
• শিক্ষকদের কাজের চাপ অত্যন্ত বেশি। তারা পাঠদান ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রমে নিয়োজিত, যা তাদের পেশাগত দায়িত্বের বোঝা বাড়িয়ে দেয়;
• শিক্ষক এবং শিক্ষা দানের সাথে জড়িত অন্যান্যদের শিক্ষা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা যে, শিক্ষা হচ্ছে পুরোপুরি মুখস্থ করা, পরীক্ষায় পাস করা এবং ভালো ফলাফল করার একটি ব্যাপার;
• শিক্ষকরা সহযোগীমূলক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয় না এবং বৈচিত্র্য, আন্তঃসাংস্কৃতিক ও আন্তঃধর্মীয় সহনশীলতা, বহুত্ব, বহুসাংস্কৃতিক পরিবেশ ও বহুভাষাভাষীর মতো বিষয়গুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে উৎসাহী নন;

- শিক্ষকদের মধ্যে উপলব্ধির ঘাটতি রয়েছে যে, প্রতিটি শিশু স্বতন্ত্র। যদি উপযুক্ত সহযোগিতা দেয়া হয়, তাহলে প্রতিটি শিশু তার নিজস্ব গতি, সামর্থ ও ধরণ অনুযায়ী শিখবে;
- সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে পিতামাতা ও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের কোন কিছু না জানানো;
- শিক্ষার অগ্রগতি ও স্কুলের পরিবেশ সম্পর্কে পিতামাতা ও অভিভাবকদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগের অভাব;
- শিক্ষকরা প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা কাজে লাগায় না;
- মানসম্পন্ন শিক্ষা ও শিশু বান্ধব ক্লাসরুম সম্পর্কে শিক্ষকদের সীমিত ধারণা;
- দৈহিক শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ হলেও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরা মেনে চলেন না;
- শিক্ষকদের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী আলাদাভাবে পরামর্শ দেয়ার মতো দক্ষতা নেই;
- অতিরিক্ত কাজের চাপ, নিচু মর্যাদা বোধের কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় কাজ করার ক্ষেত্রে শিক্ষকরা যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ নয়;
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ভারসাম্য না থাকায় ফলপ্রসু পাঠদান ব্যহত হয়;

এলাকাবাসী

- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি খুব কম ক্ষেত্রে ইতিবাচক অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রদর্শন করে;
- স্কুলের উন্নয়ন কর্মকান্ডে এলাকাবাসীর অংশগ্রহণ সীমিত;
- শিক্ষক, পিতামাতা, অভিভাবক ও এলাকাবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অংশগ্রহণ এখনো সীমিত;
- শিশু বিয়ে সম্পর্কে এলাকাবাসীর ধারণা পরিবর্তন হয়নি;
- শিশুদের মতামতের প্রতি কখনোই কোন মনোযোগ দেয়া হয়না;
- স্কুলের উপর এলাকাবাসীর মালিকানা বোধের ঘাটতি;

প্রতিষ্ঠান

- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক তত্বাবধানের দিকটি দুর্বল, যা মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা;
- দুর্গম এলাকাগুলোতে (চরাঞ্চল, হাওড়-বাওড়, বণ্যাকবলিত এলাকা ও পাহাড়ি অঞ্চল) বিদ্যালয়গুলো অনেক দূরে অবস্থিত;
- শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়গুলো উপযোগী নয়;
- শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের অভাব;
- সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ও সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয়নি;
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা যে, শৈশবকালীন বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারে, সে ধারণা পরিবার ও সমাজে সুস্পষ্ট নয়;
- পরিবারিক দারিদ্রতা শিশুদের স্কুলে গমন, নিয়মিত উপস্থিত হওয়া অথবা বিদ্যালয় সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে এক জটিল প্রতিবন্ধক হয়ে আছে;
- অনেক শিশু নিয়মিত স্কুলে আসতে পারেনা, কারণ তাদের ইউনিফর্ম ও জুতা কেনার সামর্থ নেই;
- সাধারণ মানুষের মধ্যে শিশু শ্রমের পরিণতির বিরুদ্ধে সচেতনতার মাত্রা অত্যন্ত কম;
- শিক্ষার মূল্য সম্পর্কিত বার্তাগুলো সকল পিতামাতা ও অভিভাবকের কাছে পৌছে না;
- স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা সমাজের অবহেলিত অথবা ঝরে পড়া ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন নন, কারণ তারা ভাবেন যে, এতে তাদের কোন লাভ নেই;
- শহরাঞ্চলে বস্তিবাসীদের জন্য শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ;

যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় অংশীজনের আচরণগত বিশ্লেষণ

উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহের আলোকে এ যোগাযোগ কৌশলের আওতায় অংশীজনের আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হল। এর মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীরা যোগাযোগ পরিকল্পনা ও উপকরণসমূহ যথাযথভাবে কাজ করছে কিনা তা পর্যালোচনা করবেন। আরো জানা যাবে যে কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের জন্য "কাকে কি করতে হবে?"

শিশুদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রত্যেকে কাজ করবে বলে আশা করা হয়। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজনদের চিহ্নিত করে তাদের আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্য স্থির করা হয়।

ছক-৬ঃ অংশীজনের কাঙ্খিত আচরণ

এ্যাডভোকেসি	আচরণগত পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ	সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ
• জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (DDCC), উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির (UDCC) চেয়ারপার্সন ও সদস্যরা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করবেন এবং সভায় প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির বিষয়টি নিয়মিতভাবে আলোচনা করেন; • এলাকার নেতৃবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এবং শিক্ষা বিষয়ক উপ-কমিটিসমূহ তাদের নিয়মিত সভায় প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন; • বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা এলাকাবাসীকে বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়া, শিশু শ্রম, দৈহিক শাস্তি ও শিশু বিবাহের নেতিবাচক পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তা প্রতিরোধে সচেষ্ট হন; • বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সহযোগিতা করছে; • প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রকাশের জন্য গণমাধ্যমের সম্পাদকরা ভূমিকা রাখেন এবং রিপোর্টাররা প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্যের উপর প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ করেন;	• পিতামাতারা তাদের সন্তানদের নিয়মিত স্কুলে প্রেরণ করেন; • শিক্ষকরা সকল শিশুর প্রতি সমান মনোযোগদেন; • পিতামাতা শিক্ষকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন; • নিয়োগকারীরা শিশুদের স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দেন; • বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC), কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি, (CMC), প্রকল্প সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা কমিটি (PCMC), পিতামাতা শিক্ষক অভিভাবক সমিতি (PTA), বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (SLIP) এর সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিদর্শন ও এলাকাবাসীকে নিয়ে সভা অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন;	• প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (SMC) সদস্যরা আলোচনা সভার আয়োজন করেন এবং স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত সকল শিশুকে স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য এলাকাবাসীর সহায়তা কামনা করেন; • প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপন নিশ্চিত করতে ধর্মীয় নেতাসহ কমিউনিটি নেতারা ছাত্রদের পিতামাতা, অভিভাবক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়োমিত যোগাযোগ রক্ষা করেন; • প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে যুব নেতা, কিশোর দল এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এলাকাবাসীর সাথে যোগাযোগ রাখেন; • নির্বাচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্যের প্যাকেটে সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বার্তা যুক্ত করতে সম্মত হয়েছে; • সাংবাদিক ও মিডিয়া পেশাজীবীরা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সংবাদ ও সাফল্যের উপর প্রতিবেদন প্রদান করছে;

পিইডিপি-৩ উন্নয়নের লক্ষ্যে যোগাযোগের উদ্দেশ্য

শিক্ষায় যোগাযোগের ভূমিকাগুলো চিহ্নিত করার মাধ্যমে এবং ইতোপূর্বে উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতাসমূহকে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজনের কাছে পৌছার জন্য এই যোগাযোগ কর্মসূচি তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করবে।

ছক-৭ঃ সুনির্দিষ্ট যোগাযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে যোগাযোগের বৈশিষ্ট্য

এ্যাডভোকেসি	আচরণগত পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ	সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ
২০১৭ সালের শেষে, • কমপক্ষে ৫০% জেলা ও উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (DDCC & UDCC), তাদের ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে আলোচনা করবেন; • এলাকার নেতৃবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ, শিক্ষা কমিটির সদস্যদের কমপক্ষে ২০% তাদের এলাকায় মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করবেন ও তা নথিভুক্ত করবেন; • বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ২০% পর্যালোচনা সভায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং শিশুদের ঝরেপড়া, শিশুশ্রম, দৈহিক শাস্তি ও শিশু বিয়ের নেতিবাচক পরিণতির বিষয়ে আলোচনা করবেন; • জাতীয় ও জেলা পর্যায়ের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং চেম্বার অফ কমার্সের কমপক্ষে ১০% কে শিশুদের ঝরে পড়া, শিশু শ্রম, দৈহিক শাস্তি ও শিশু বিয়ের নেতিবাচক পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করা হবে; • জাতীয় গণমাধ্যমের (প্রিন্ট, ব্রডকাষ্ট ও ওয়েব) রিপোর্টার, সাংবাদিক ও অন্যান্য মিডিয়া পেশাজীবীদের ১০% প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট খবর প্রকাশ করবেন;	২০১৭ সালের শেষে, • কমপক্ষে ৫০% পিতামাতা (যাদের ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী সন্তান আছে) তাদের সন্তানদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্কুলে পাঠানোর দীর্ঘমেয়াদী উপকার সম্পর্কে বলতে সক্ষম হবেন; • কমপক্ষে ৩০% সুবিধা বঞ্চিত শিশুর পিতামাতা (যাদের ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী সন্তান আছে) তাদের সন্তানদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্কুলে পাঠানোর দীর্ঘমেয়াদী উপকার সম্পর্কে বলতে সক্ষম হবেন; • কর্মসূচি এলাকার কমপক্ষে ২৫% শিক্ষক ক্লাসে কোন ধরণের বৈষম্য না করে সকল শিক্ষার্থীকে (শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীত্ব থাকলেও) প্রয়োজন অনুপাতে সমান মনোযোগ দেবেন; • কমপক্ষে ২৫% পিতামাতা তাদের সন্তানদের শিক্ষার অগ্রগতি নিয়ে শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করবেন এবং বাড়িতে ও কমিউনিটি গ্রুপে পরিকল্পিত যত্ন নিবেন; • কমপক্ষে ২০% ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগকারী সংস্থা তাদের শিশু শ্রমিকদের আনুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলে মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করবেন; • ৫০% বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC) কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC), প্রকল্প সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা কমিটি (PCMC), শিক্ষক অভিভাবক সমিতি (PTA), বিদ্যালয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা (SLIP) এর সদস্যরা ঝড়ে পড়া শিশুদের পিতামাতার সাথে অন্তত ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে যোগাযোগ এবং আলোচনা করবেন;	২০১৭ সালের শেষে, • প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ২৫% এলাকাবাসীর সাথে আলোচনা করবেন এবং ভর্তি হওয়ার যোগ্য এমন শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অব্যাহত রাখা ও প্রাথমিক বিদ্যালয় সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এলাকাবাসীর সহযোগিতা কামনা করবেন; • কর্মসূচি এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত এবং স্কুলে দৈহিক শাস্তি রোধ করতে ধর্মীয় নেতাসহ কমপক্ষে ৫০% কমিউনিটি নেতা ছাত্রদের পিতামাতা, অভিভাবক অথবা তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন; • শিশু শ্রম, শিশু বিয়ে ও দৈহিক শাস্তি রোধ করতে মানসম্পন্ন শিক্ষা বিকাশে যুব নেতা, কিশোর দল এবং সুশীল সমাজের ৫০% প্রতিনিধি এলাকাবাসীর সাথে যোগাযোগ রাখবেন; • কমপক্ষে ১০% নির্দিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের বিজ্ঞাপনী প্রচারণা ও পণ্যের প্যাকেটে সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক বার্তা যোগ করতে সম্মত হবেন; • কমপক্ষে ৩০% উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় মাঠ পর্যায়ে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কমসূচির বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে পর্যালোচনা করবেন;

৩. যোগাযোগ কৌশলের বিষয়বস্তু

যোগাযোগ কৌশলের বিয়য়বস্তু

মানসম্পন্ন শিক্ষা ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বৃহত্তর সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির জন্য আচরণগত ও সামাজিক রীতিনীতির উপর গুরুত্ব প্রদান করে এ যোগাযোগ কৌশল নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করবেঃ

- মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা;
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা;
- প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় শিক্ষার লাভের সুযোগ নিশ্চিতকরন (সেকেন্ড চান্স এডুকেশন);
- শিশু-বান্ধব বিদ্যালয়, বিদ্যালয় স্যানিটেশন, বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (ঝখওচ), শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার মান উন্নয়নমূলক কর্মসূচি যেমন শিখবে প্রতিটি শিশু ডিজিটাল কন্টেন্ট একীভূত শিক্ষা;
- বাড়ি ও স্কুলে দৈহিক শাস্তি, কর্মজীবী শিশু ও শিশু শ্রম, বাল্য বিবাহের মতো ক্ষতিকর বিষয়;
- সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনের জন্য এলাকবাসীর সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততা;
- পিইডিপি-৩ কর্মসূচির সাফল্যের কাহিনী ও সামগ্রিক অর্জন;

সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যগুলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ও সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের অন্তরায়। এ বৈষম্য দূরীকরণের পূর্বশর্ত হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের মূল বার্তাগুলো সকল অংশীজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

জেন্ডার বৈষম্য

সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিগত দশকগুলোতে বৈষম্য একটি অন্তরায় হিসেবে ছিল। স্কুলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ভর্তির হার অধিক হলেও শিক্ষা চক্র সমাপন এবং মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেএে এ হার বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। কারণ গৃহস্থালীর কাজ পরিচালনায় মেয়েদের প্রচলিত ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব লাভের ফলে, পরিণতিতে শিক্ষার প্রতি অবহেলার দিকটিই স্পষ্ট হয়েছে। তাছাড়া শিশু বিয়েও মেয়েদের শিক্ষার একটি অন্যতম অন্তরায়।

শ্রমজীবী শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বাণিজ্যিকভাবে যারা কর্মে নিয়োজিত হয় তাদের অধিকাংশই ছেলে। কিন্তু সমগ্র দেশে গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ মেয়ে কোন স্বীকৃতি পায় না। এসব মেয়ের অধিকাংশই কখনো কোন ধরণের শিক্ষার সুযোগ পায় না, কারণ তারা অতি অল্প বয়স থেকেই গৃহস্থালীর শ্রমে নিয়োজিত হয়। এছাড়া অনেক মেয়ে ইট ভাঙ্গা, বাণিজ্যিকভাবে যৌন কর্মী ও গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকের মতো ক্ষতিকর পেশায় নিয়োজিত হয়। এসব মেয়ে যে শুধু শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরেই রয়ে যায় তা নয়, তারা বিভিন্নভাবে প্রতারণার শিকারেও পরিণত হয়।

বিশেষভাবে মেয়ে-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য স্কুলের কর্মকান্ডে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (এসএমসি) নারী সদস্যদের ভূমিকা মূখ্য। যদিও সরকারের সাম্প্রতিক এক সার্কুলার অনুসারে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী অভিভাবকদের সদস্যপদ সংরক্ষিত রাখার বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা অত্যন্ত নগন্য।

শিশু অধিকার

সকল শিশুর জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষাকে শিশু অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সমীচীন নয়। শিক্ষা স্বয়ং শিশুদের অধিকার। শিশু অধিকারের বিষয়গুলো বিশেষ করে কর্মজীবি শিশুদের বিষয়টি নিয়ে আরও সর্তকতার সাথে বিচার বিশ্লেষনের গুরুত্ব রাখে।

যাগাযোগের প্রেক্ষাপট

প্রচলিত শিক্ষা সমাজের সকল স্তরে প্রভাব ফেলে। শিক্ষার বহুবিধ সুফল গুলোকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবন যাত্রার সাথে সম্পৃক্ত করা যোগাযোগ কৌশলের একটি বড় উদ্যেশ। সমাজের সবাই যদি অথনৈতিক ভাবে উপকৃত হয় ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় তবে পুরো সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব উপলদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হবে।

৪. যোগাযোগ মাধ্যম বিশ্লেষণ

যোগাযোগ মাধ্যম বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা

যোগাযোগ একটি দ্বিমুখী (টু-ওয়ে) এবং চলমান প্রক্রিয়া, যা তথ্য বা সেবা প্রদানকারী ও গ্রহণকারীদের মধ্যে বার্তার আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। সীমিত পরিসরে আমরা কথোপকথন ও চিঠি-পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে বার্তালাপ করে থাকি। কিন্তু বহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর গণমাধ্যমের কোন বিকল্প নেই।

তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন, ভিশন-২০২১ আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সরকারের কার্যকরী উদ্যোগের বাস্তবায়ন, সার্বিকভাবে গণমাধ্যম বিকাশের প্রতি সরকারের ইতিবাচক অবস্থান এবং এ সেক্টরে মেধাবী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও তথ্য বাস্তবতা দ্রুত বদলে গেছে। দেশে গণমাধ্যম ও তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের ফলে তথ্যের চাহিদা ও সরবরাহ দু'-ই ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম সময়োপযোগী করে তোলার উদ্যোগ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার সাথে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত, তাই এ জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগের কার্যকর, নিরবিচ্ছিন্ন, নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও যুগোপযোগী মাধ্যম চিহ্নিত করা কৌশলগত যোগাযোগের অন্যতম ধাপ। বিশেষ করে শিক্ষা বিষয়ক এ্যাডভোকেসি, আচরণগত ও সামাজিক উদ্যোগগুলোকে কার্যকর করতে যথপোযুক্ত যোগাযোগ মাধ্যম নির্বাচন করা জরুরী। নানা ধরণের বিনোদন, তথ্য ও শিক্ষামূলক অডিও-ভিজ্যুয়াল অনুষ্ঠানগুলো বিভিন্ন মাধ্যমে (মিডিয়ায়) ও চ্যানেলে অব্যাহত প্রচারের ফলে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়।

গণমাধ্যমের প্রকারভেদ

গণমাধ্যম (ব্রডকাষ্ট মিডিয়া) এক ধরণের প্রযুক্তি নির্ভর অডিও-ভিজ্যুয়াল মিডিয়া যেখানে ইলেকট্রনিক উপায়ে তথ্য ও উপাত্ত তৈরি, বিতরণ ও ব্যবহার করা যায়। এ মাধ্যম ইলেকট্রনিক মিডিয়া হিসেবেও পরিচিত। ইলেকট্রনিকভাবে তথ্য সরবরাহ কারণে এ গণমাধ্যম ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছতে সক্ষম। এর মধ্যে রয়েছে টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, রেডিও, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, সিডি, ডিভিডি এবং অন্যান্য উপকরণ।

ছাপার মাধ্যম (প্রিন্ট মিডিয়া) একটি ভৌত গণমাধ্যম। এর মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, নিউজলেটার, বই, পোষ্টার, লিফলেট ও পেম্পলেট। আউটডোর মিডিয়াও এক ধরণের গণমাধ্যম, যার মধ্যে রয়েছে বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড, প্লাকার্ড, ঝুলন্ত ব্যানার, হোর্ডিং বোর্ড ও দেয়াল লিখন। এছাড়াও আছে লোকজ মাধ্যম ও আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ মাধ্যম যা একটি ভৌগলিক এলাকায় সীমিত সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ জন্য জনপ্রিয়।

গণমাধ্যমের প্রেক্ষাপট

বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর গণমাধ্যম দ্রুত বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত ও বিকশিত হচ্ছে। সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত গণযোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যমগুলো তথ্য মন্ত্রণালয় অথবা ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রনাধীন।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ইন্টারনেট ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে গণমাধ্যম ব্যবহারের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। বিগত দশকে গণমাধ্যমের ব্যবহার যেমন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি গণমাধ্যম ব্যবহারের অভ্যাসের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। একসময় রেডিও ছিল গণযোগাযোগের প্রধান মাধ্যম, এখন পল্লী ও শহরাঞ্চলে রেডিওর স্থান দখল করে নিয়েছে টেলিভিশন। সংবাদপত্রের পাশাপাশি ব্যাপক প্রসার ঘটছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার। অধুনা অনলাইন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যবহারোপযোগী ও ইলেকট্রনিক সামগ্রীর ব্যক্তি মালিকানা লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে অধিক সংখ্যক লোক টেলিভিশন, রেডিও, মাল্টিমিডিয়া, ট্যাব, স্মার্ট ফোন ও মোবাইল ফোনের মতো বহু ধরণের

উপকরণের সাথে পরিচিত ও ব্যবহার করে থাকে। সেজন্য এসব মাধ্যমের দ্বারা জনগণ যে তথ্য লাভ করে তার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে ২০১৩ সালের গণযোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের উপর জরিপে দেখা যায় যে, উচ্চশিক্ষা গ্রহনের সাথে সাথে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। অতত্রব, শিক্ষা লাভের সাথে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি ইতিবাচক সম্পর্ক আছে। কিন্তু তা সত্তেও ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। সেই সাথে গ্রামাঞ্চলের জনগণ এখনও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের থেকে অনেক পিছিয়ে।

বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তির মধ্যে মোবাইল ফোন আমাদের দেশে ব্যপক সংখ্যক জনগোষ্ঠী ব্যবহার করছে। মোবাইলফোন ব্যবহারের চেয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাত্রা কম হলেও তরুণ ও নতুন প্রজন্মের কাছে এ মাধ্যম বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এ দেশের জনগোষ্ঠীর ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহারের হার নিম্নরূপঃ

ছক-৮ঃ বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহারের হার

বিভাগ	এলাকা	ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহারের হার (%)				
		কম্পিউটার	মোবাইলফোন	ইন্টারনেট	টেলিভিশন	রেডিও
বাংলাদেশ	গ্রামাঞ্চল	১.৭	৮৫.২	২.১	৩৩.০	১৩.১
	শহরাঞ্চল	৬.৪	৯২.৪	৭.৮	৭০.৯	১২.৩
	সিটিকর্পোরেশন	৩৫.৯	৯৭.৮	১৯.৬	৯৬.০	২২.৮
উরিশাল	গ্রামাঞ্চল	১.০	৮৪.২	৩.৬	২০.০	১৯.৪
	শহরাঞ্চল	৬.৫	৮৮.২	১৬.৮	৫৬.০	১৩.৫
	সিটিকর্পোরেশন	১৪.১	৯৪.৩	১১.৭	৮৭.৫	১৫.৮
চট্রগ্রাম	গ্রামাঞ্চল	২.৩	৮৯.৮	২.৫	৩৬.২	২৮.৮
	শহরাঞ্চল	৪.০	৯১.৬	৬.৮	৫৫.৪	১২.৯
	সিটিকর্পোরেশন	২০.৯	৯৫.৯	১৬.৭	৯৬.৪	১৫.৮
ঢাকা	গ্রামাঞ্চল	১.৯	৮৭.২	২.৫	৪২.০	১০.২
	শহরাঞ্চল	৭.৭	৯৬.৭	৮.৪	৮৩.২	১৭.৮
	সিটিকর্পোরেশন	৪৮.৩	৯৯.৭	২২.৮	৯৬.৭	২৬.৪
খুলনা	গ্রামাঞ্চল	০.৪	৮৫.৪	২.৪	৩১.৪	১০.১
	শহরাঞ্চল	৫.৬	৯২.৫	৮.৪	৭৭.৯	৭.১
	সিটিকর্পোরেশন	১৪.৭	৯৩.৬	১৭.৭	৯৪.৫	২০.৯
রাজশাহী	গ্রামাঞ্চল	১.০	৮০.৪	০.৪	২৮.৭	৮.৩
	শহরাঞ্চল	৫.৭	৮৬.৫	৪.৯	৬৪.৭	৫.৪
	সিটিকর্পোরেশন	১৪.২	৯৩.২	১১.০	৯৬.৫	১৭.০
ওংপুর	গ্রামাঞ্চল	১.৯	৮১.৩	০.৫	২০.৯	৬.৮
	শহরাঞ্চল	১০.৪	৮৫.৭	৩.৪	৫৫.৫	৬.১
	সিটিকর্পোরেশন	২০.৬	৯৪.৫	৬.০	৮৮.৮	২২.৪
সিলেট	গ্রামাঞ্চল	২.৬	৮৪.৭	৪.৮	৩৪.৪	১১.৩
	শহরাঞ্চল	১০.৪	৯৩.৮	১৪.৫	৭০.৭	৬.৪
	সিটিকর্পোরেশন	২০.৬	৯৬.৩	১৫.৭	৯৮.১	২৩.৪

তথ্য সূত্রঃ page iii-iv, ICT Use and Access by Individuals and Households in Bangladesh 2013, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

টেলিভিশন

টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে শক্তিশালী গণযোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশেও বিগত কয়েক দশকে টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা, সম্প্রচারের ভৌগলিক বিস্তার, দর্শক ও টেলিভিশনের মালিকানা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে এনালগ এর পরিবর্তে অধিক সুবিধা সম্পন্ন ডিজিটাল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম প্রবর্তনের মাধ্যমে ছবি ও শব্দের উন্নততর মান, ইন্টারএক্টিভিটি, ভিডিও অন ডিমান্ড এবং ডাটা কাস্টিং সহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান সহজতর হবে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একমাত্র গণমাধ্যম যারা দেশে টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার (terristerial broadcasting) এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এখন পর্যন্ত দেশে ৩৪টি স্থানীয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল আছে, যার মধ্যে ৩২টি বেসরকারিভাবে পরিচালিত। এখানে উল্লেখ্য যে, সারাবিশ্বে বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের কাছে বাংলাদেশের খবর ও সংস্কৃতি পৌঁছে দেওয়ার জন্য এ স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও আছে বিদেশি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের উপস্থিতি, যার ফলে বৈশ্বিক প্রবণতাও বাংলাদেশের টেলিভিশন দর্শকদের প্রভাবিত করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৪৬.০ শতাংশ বাড়িতে অন্তত একটি টেলিভিশন আছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের ওয়েব সাইটের ঠিকানাঃ www.btv.gov.bd.

বেতার

বেতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সহজলভ্য গণযোগাযোগ মাধ্যম যার সাহায্যে খুব সহজেই দেশের প্রান্তিক জনসাধারনের কাছে পৌছানো সম্ভব। বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পক্ষে জনমত তৈরী, শিক্ষার প্রসার ঘটানো, শিল্প, সংস্কৃতি, ইতহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারনের কাছে পৌছে দেয়া। বর্তমানে আমাদের দেশে চার ধরনের বেতার মাধ্যম প্রচলিত - বাংলাদেশ বেতার, এফএম রেডিও, কমিউনিটি রেডিও ও অনলাইন রেডিও।

বাংলাদেশ বেতার

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সরকারি গণমাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ বেতার বর্তমানে ১২(বার) টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ছয়টি ইউনিটের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। কেন্দ্রগুলি হচ্ছে - ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, রাঙ্গামাটি, বরিশাল, কক্সবাজার, বান্দরবান ও কুমিল্লা এবং ইউনিটগুলি হচ্ছে - বাণিজ্যিক কার্যক্রম, কৃষি-বিষয়ক কার্যক্রম, বহির্বিশ্ব কার্যক্রম, ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস, জনসংখ্যা, স্বাস্হ্য ও পুষ্টি সেল এবং ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম।

বাংলাদেশ বেতার বিনোদন, তথ্য, শিক্ষা এবং সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। অধিকাংশ অনুষ্ঠানের ভাষা বাংলা। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো থেকে অনুষ্ঠান অধিকতর ফলপ্রসূ ও হৃদয়গ্রাহী করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতী শ্রোতাদের জন্য তাদের ভাষায় ও অংশগ্রহণে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার করা হয়ে থাকে।
বাংলাদেশ বেতারের ওয়েব সাইটের ঠিকানাঃ www.betar.gov.bdx

কমিউনিটি রেডিও

কমিউনিটি রেডিও একটি জনসেবামূলক সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান যা একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য অডিও সার্ভিস ও কনটেন্ট সম্প্রচার করে থাকে। দারিদ্র পীড়িত, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে কমিউনিটি রেডিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কমিউনিটি রেডিওতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান গুলোতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা, মতামত বা রুচির সরাসরি প্রতিফলন ঘটে। তাই অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় কমিউনিটি রেডিও দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে। কমিউনিটি রেডিওর স্থাপন ও পরিচালনা ব্যায় স্বল্প হওয়ায় এটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, ফলে গনমাধ্যমের বিকেন্দ্রীকরনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় জনগনের বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত কমিউনিটি রেডিওর সংখ্যা ১৪টি। এতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলোর ব্যাপ্তি মোট ১২০ ঘন্টা এবং শ্রোতার সংখ্যা ৪৬ লক্ষ। কমিউনিটি রেডিও ১৩টি বিভাগের ৬৭টি উপজেলায় সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

এদের নাম ও সম্প্রচারকত এলাকার তালিকাঃ রেডিও পদ্মা (রাজশাহী জেলা শহর), রেডিও নলতা (সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা), রেডিও মুক্তি (বগুড়া), রেডিও লোকবেতার ও কৃষি রেডিও (বরগুনা), রেডিও পল্লিকন্ঠ (মৌলভী বাজার), রেডিও সাগরগিরি (চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড), রেডিও মহানন্দা (চাপাইনবাবগঞ্জ), রেডিও চিলমারী (কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলা), রেডিও ঝিনুক (ঝিনাইদহ), রেডিও সুন্দরবন (খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা), রেডিও বিক্রমপুর (মুন্সিগঞ্জ), রেডিও নাফ (কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলা) এবং রেডিও বরেন্দ্র (নওগাঁ)। ভবিষ্যতে কমিউনিটি রেডিও সংখ্যা ও সম্প্রচারের ভৌগলিক বিস্তার আরও বৃদ্ধি পাবে এবং আরও বেশি জনগণকে এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ কমিউনিটি রেডিওর ওয়েব সাইটের ঠিকানাঃ www.communityradio.com.bd

এফএম (FM) রেডিও

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ রেডিও এফএম ব্যান্ড নামেও পরিচিত। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত সরকার রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার এবং বেসরকারি খাতে ২৮ টি প্রতিষ্ঠানকে এফএম রেডিও সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্স প্রদান করেছে। সাম্প্রতিক কালে মোবাইল ফোনে এফএম রেডিও শোনার দর্শকসংখ্যা লক্ষ্যণীয় মাএায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরাঞ্চলে এ রেডিও'র শ্রোতাদের একটি বড় অংশ তুলনামূলকভাবে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী এবং মেহনতী জনগণ।

অনলাইন রেডিও

ইন্টারনেট ব্যবহার করে রেডিওর অনুষ্ঠান শোনার মাধ্যম অনলাইন রেডিও হিসেবে পরিচিত। প্রচলিত বেতার মাধ্যমের সাথে অনলাইন রেডিওর পার্থক্য হল এ মাধ্যম ব্যয়বহুল, তবে অনলাইন রেডিওর ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রোতারা তাদের ইচ্ছামতো পূর্ব প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলো তাদের প্রয়োজন অনুযায়ি শুনতে পান।

কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

বাংলাদেশে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোনের ব্যবহার জনপ্রিয় হওয়ার কারনে একটি ভৌত ইলেক্ট্রনিক তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো তৈরি হয়েছে। এ অবকাঠামোর উপর ভিত্তি করে ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের তথ্য অনুসারে ২০১৬ সালের জুন মাসে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারীর সংখ্যা প্রায় ৬৩,২৯০,০০০ জন; যা সমগ্র বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৮.৮ শতাংশ। বাংলাদেশে প্রতিদিন সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হচ্ছে ফেসবুক। টুইটার, লিঙ্কডিনের, মতো নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। ইন্টারনেটের বহুবিধ ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ছক-৯ঃ ইন্টারনেটের বহুবিধ ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

ইন্টারনেটের বহুবিধ ব্যবহার	ব্যবহারকারীর সংখ্যা (%)
সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে	১৯.৩
ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা গ্রহন করতে	১৯.০
সিনেমা, গান ও ভিডিও ডাউনলোড করতে	১৮.৪
শিক্ষা কার্যক্রমে	১৬.২
ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানে	১৫.৫
পন্য ও সেবা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ	১৪.৩
অনলাইন সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন ডাউনলোড করার কাজে	১৩.৮
অডিও ভিডিও কনফারেন্সিং	১০.৪
পন্য ও সেবা ক্রয় করতে	৮.৫
ভিডিও গেম ও কম্পিউটার গেম খেলা ও ডাউনলোড করার কাজে	৭.১
ক্ষুদে বার্তা আদান প্রদানের ক্ষেত্রে	৫.৩
স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের কাজে	৪.২
শহরাঞ্চলে, গ্রামঞ্চলেশহযওে, গ্রামে, নগরে, গঞ্জ, সিটি কর্পোরেশনে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েব সাইট থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজে	১.৮

তথ্য সূত্রঃ page 36, ICT Use and Access by Individuals and Households in Bangladesh 2013, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

মোবাইল ফোন (মুঠোফোন) ও মোবাইল ইন্টারনেট

দেশে এখন প্রায় ৯৭ শতাংশ এলাকা থ্রি-জি (3G) মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এবং একশ ভাগ মানুষের হাতের নাগালে মোবাইল ফোন। বর্তমানে বাংলাদেশে জিএসএম প্রযুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিটক সহ মোট পাঁচটি অপারেটর ৩জি সেবা প্রদান করছে। ৩জি গ্রহকগন মোবাইলের মাধ্যমে কথোপকথন সহ উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করে মোবাইলে টিভি দেখা, অডিও-ভিডিও কনফরেন্সিং ও তথ্য ডাউনলোড সেবা গ্রহন করছেন। ইন্টারনেট সেবা তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তার করা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্যপ্রযুক্তি সেবার আওতায় আনতে মোবাইল ফোন ও ৩জি মোবাইল ইন্টারনেট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা লক্ষ্যণীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পল্লী এলাকায় বাড়ি পর্যায়ে মোবাইল ফোন ব্যবহারীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালের ৮৫.২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। শহরবাসীদের মধ্যে মোবাইল ফোন ব্যবহারীর সংখ্যা ৯২.৪ শতাংশ, সিটিকর্পোরেশনগুলোতে ৯৭.৮ শতাংশে। সর্বিকভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা সিটিকর্পোরেশনগুলোতে (১৯.৬%) থেকে শহরাঞ্চল (৭.৮%) ও গ্রামাঞ্চলে (২.১%) অনেক কম।

মোবাইল এসএমএস (SMS)

মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট অ্যাপসের মাধ্যমে প্রেরিত এসএমএস বা ক্ষুদে বার্তা একের অধিক সংখ্যক ব্যবহারকারীকে দ্রুততম উপায়ে, সরাসরি ও স্বল্প খরচে পাঠানো যায়। বাংলায় এসএমএস টেক্স লিখার প্রচলন এক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বাংলাদেশে ৫-১৫ বছর বয়সী মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৮১.৭%, যার মধ্যে পুরুষ (৮৫.৫%) ও নারী (৭৭.৯%)। ১৫ বছরের উর্ধ্বে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের মধ্যে এ হার ৮৭.৫%। যার মধ্যে পুরুষ (৯২.৪%) ও নারী (৮২.৮%). এ সমীক্ষা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, এসএমএস আন্তঃব্যক্তিক ও গণযোগাযোগের জন্য একটি কার্যকর মাধ্যম।

পণ্যের বিজ্ঞাপন, সেবা ও ঘটনাবলী সম্ভাব্য ভোক্তা বা গ্রাহকের কাছে পৌছানোর মাধ্যম হিসেবে এসএমএস নতুন গতিশীলতার সৃষ্টি করেছে। সরকার সারাদেশে, সকল গ্রাহকের কাছে বিনামূল্যে মোবাইল এসএমএস প্রেরণের ব্যবস্থা চালু করেছে, যা জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী, শিক্ষামূলক ও সেবামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রিন্ট মিডিয়া বা ছাপার মাধ্যম

প্রিন্ট মিডিয়া বলতে মুদ্রিত উপকরণ ও এর সরবরাহকে বুঝায়। এর মধ্যে রয়েছে বই, সংবাদপত্র, নিউজলেটার, বুকলেট, পোষ্টার, পেম্পলেট, ম্যাগাজিন এবং অন্যান্য মুদ্রিত প্রকাশনা। প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে সংবাদপত্র বা প্রেস যোগাযোগের প্রথাগত একটি মাধ্যম। শিক্ষা বিকাশের সাথে সাথে সংবাদপত্র বা বইপত্র পাঠের অভ্যাস বৃদ্ধি পেলেও তা এখনো শহুরে অভ্যাস হিসেবেই রয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চল ও পল্লী এলাকায় পাঠাগারের সুযোগ বৃদ্ধির মধ্যমে প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে পারে।

চলচ্চিত্র

বিনোদনের পাশাপাশি জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার, সংস্কৃতির বিকাশ এবং উন্নত জাতিগঠন ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে সারাবিশ্বে চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে সমাদৃত। সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র মানুষকে জীবনমুখী হতে শেখায় এবং জনমনে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের প্রধান কাজ হলো জনসাধারণের মাঝে প্রদর্শিত হবে এমন সকল চলচ্চিত্র, ট্রেইলার, বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্রের ও প্রচার সামগ্রী (যেমন পোস্টার, ফটোসেট, ব্যানার, ফেস্টুন ও বিলবোর্ড) পরীক্ষা করে সেন্সর সনদপত্র প্রদান এবং সনদপ্রাপ্ত সকল চলচ্চিত্রের কপি সংরক্ষণ। বাংলাদেশস্থ বিদেশি মিশনসমূহ তাদের নিজস্ব কোনো সংবাদচিত্র, তথ্যচিত্র কিংবা পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র জনসাধারণের জন্য বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের অনুমতিক্রমে প্রদর্শন করতে পারে। নিম্নে ২০১৪ সালে সেন্সর সনদপত্রপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের পরিসংখ্যান প্রদত্ত হলোঃ

চলচ্চিত্রের প্রকৃতি	সংখ্যা
পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র	৮৮ টি
আমদানিকৃত পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি চলচ্চিত্র	৬৯ টি
স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্যচলচ্চিত্র	৪ টি
বিজ্ঞাপণ চলচ্চিত্র	৫ টি

প্রযুক্তিগত বিবর্তনের ফলে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে চলচ্চিত্রের নির্মাণ ও বিপণন কৌশলেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। দেশে সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্র নির্মাতা ও দর্শকের ওপর চলচ্চিত্রের প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যার মধ্যে আছে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের বাণিজ্যিক প্রেক্ষাগৃহসমূহকে আধুনিকায়ন, চলচ্চিত্র নির্মাণ ও বিপণনে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার, 'চলচ্চিত্র সংসদ' (ফিল্ম ক্লাব ও ফিল্ম ফেডারেশন) নিবন্ধন প্রদানের মধ্য দিয়ে দর্শক তৈরী; এবং প্রতিবেশী দেশের সাথে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ।

এরই ফলশ্রুতিতে সিনেমা দেখতে যাওয়ার অভ্যাসে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। কিন্তু বর্তমানে শহরাঞ্চলের তুলনায় পল্লী এলাকায় অধিক সংখ্যক (১৬%) দর্শক সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখছে। এর কারণ হিসেবে পল্লীঞ্চলে সীমিত বিনোদনের সুযোগ এবং শহরাঞ্চলে বিকল্প বিনোদনের সহজলভ্যতাকে (মোবাইলে সিনেমা দেখা) দায়ী করা যেতে পারে।

উন্মুক্ত স্থানের জন্য যোগাযোগ মাধ্যম (Outdoor media)

এ ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম উন্মুক্ত, ব্যস্ততম ও জনসমাগম সম্পন্ন এলাকায় ব্যবহৃত হয়। আউটডোর মিডিয়া দু'ধরনের হয়ে থাকে - স্থির ও গতিশীল । স্থির ধরনের মাধ্যমগুলো রেল ষ্টেশন, বাজার, বাস স্টপেজ, শপিংমল, শহর বা গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রদর্শিত হয়। ষ্টিল ফ্রেমে তৈরি বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড, ব্যানার, পোষ্টার ও ফেস্টুন এ মাধ্যমের উদাহরণ। দেয়াল লিখন একটি বহুল প্রচারিত স্থির যোগাযোগ মাধ্যম হলেও বর্তমানে ডিজিটাল প্রিন্ট ও নিয়ন সাইন দ্রুত সহজলভ্য ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চলমান যোগাযোগ মাধ্যম গুলো হচ্ছে বাস, ট্রেন, হালকাযান, রিক্সা ও অটোরিক্সার গায়ে স্টিকার বা বার্তা লিখন।

লোকজ মাধ্যম (Community Media)

লোকজ মাধ্যম এমন একটি যোগাযোগ মাধ্যম যা একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় বসবাসকারী সমধর্মী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এ মাধ্যম বিভিন্ন বিয়য়ের উপর স্থানীয় জনগনের নিজ নিজ ভাষায় মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ করে দেয়। লোকজ মাধ্যম আজকের বিশ্বে যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম কারণ এটি জনগণকে শিক্ষা ও বিনোদনের মধ্য দিয়ে শুধু সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করতেই সাহায্য করেনা বরং সমাজের বিলুপ্ত সংস্কৃতিকে পুনরায় জাগ্রত করে।

আমাদের দেশে প্রায় ৫৪% বাড়িতে টেলিভিশন নেই। এ সমস্ত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে, এবং বার্তাগুলো জনগনের কাছে জীবন ঘনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে লোকজ মাধ্যম বিরাট একটি ভূমিকা পালন করে আসছে। বিভিন্ন ধরণের লোকজ মাধ্যমের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

- লোকজ অনুষ্ঠান
- জারি, সারি, গম্ভীরা, ধামাইল, পট সংগীত ও লোকসঙ্গীত
- ইন্টারেকটিভ পপুলার থিয়েটার (IPT), উন্মুক্ত নাটক ও পথ নাটক
- পুতুল নাচ, পাপেট ও মাপেট শো

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ মাধ্যম (Inter-personal Media)

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ মাধ্যম সামনাসামনি ও দল ভিত্তিক প্রদর্শনির (আকার ইঙ্গিত, কণ্ঠস্বর, মুখভঙ্গি ও শারীরিক ভঙ্গিমা) মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও এলাকাবাসীকে তাদের ইতিবাচক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো গভীরভাবে প্রভাবিত করতে ভূমিকা রাখে। কিছু প্রচলিত আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ মাধ্যম হলোঃ

- শিক্ষার্থীদের বাড়ি পরিদর্শন
- সামনাসামনি (ওয়ান-টু-ওয়ান) যোগাযোগ
- প্রশিক্ষণ বা অবহিতকরণ কর্মশালা
- দল (গ্রুপ) বৈঠক
- দল ভিত্তিক পরামর্শ বৈঠক
- উঠোন বৈঠক
- সভা
- চায়ের দোকান কেন্দ্রিক আলোচনা

ডিজিটাল বাংলাদেশ ও আইসিটি উন্নয়ন

২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশে গড়ার স্বপ্ন নিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ তা অনেকাংশে পূরণ হতে চলেছে। দেশের মানুষ এখন ডিজিটাল সেবার সুফল পেতে শুরু করেছে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ও সেবা দেশের আপামর জনগণের জীবনকে সহজ ও সাবলীল করেছে। বাড়িয়ে দিয়েছে জীবনমান, জিডিপ ও কর্মসংস্থান। এখন নতুন স্বপ্ন হচ্ছে সবার জন্য মানসম্মত, নিরাপদ ও সুলভে উন্নত ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে গ্রাম-নগর, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র বিভিন্ন স্তরের 'ডিজিটাল বিভাজন' হ্রাস করা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ও আইসিটি উন্নয়নের পদক্ষেপের অংশ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পিছিয়ে নেই। এ অধিদপ্তরে ব্যবহৃত কম্পিউটারগুলোর মধ্যে ল্যান ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজস্ব ডাইনামিক ওয়েবসাইট (www.dpe.gov.bd) চালু করেছে। এ ওয়েব সাইটে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচিতি, সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মসূচি, সকল গুরুত্বপূর্ণ ফরম, সংবাদ, দরপত্র এবং প্রয়োজনীয় যোগাযোগের ঠিকানা দেয়া হয়েছে। প্রতিদিন এখানে বাংলা ও ইংরেজিতে (টেক্সট ফরমেট) তথ্য আপডেট করা হয়। সেই সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের (www.facebook.com.dpebd) এবং ইমেইলের মাধ্যমে সেবা গ্রহণকারীরা মতামত পেশ করতে পারছেন।

এ দপ্তরের কর্মকর্তা ও আইসিটি সম্পৃক্ত কর্মচারীদের কম্পিউটার ভিত্তিক জ্ঞান ও বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও কর্মশালাগুলোতে ইতোমধ্যে যোগ করা হয়েছে নতুন নতুন বিষয়। তবে আর্কাইভ ব্যবস্থা ডিজিটাল করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষে তথ্য প্রদানের জন্য একজন কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ আইন অনুয়ায়ী বিভিন্ন সময়ে চাহিত তথ্য প্রদান করে থাকেন।

ই-সেবা

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, ইউএনডিপির (UNDP) কারিগরি সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত একসেস টু ইনফরমেশন (a2i) কর্মসূচি (www.a2i.pmo.gov.bd) সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তরসহ অন্যান্য অফিসে বৃহৎ পরিসরে ই-সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতিমধ্যে ২৫,০০০ সরকারী অফিসে ওয়েবসাইট নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বেশিরভাগ নাগরিক কোনো না কোনো ই-সেবা (www.bangladesh.gov.bd) উপভোগ করছে। শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ই-সেবা সমূহ নিম্নরূপঃ

শিক্ষক বাতায়ন

শিক্ষক বাতায়ন (www.teachers.gov.bd) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সকল শিক্ষকদের জন্য একটি সমন্বিত প্লাটফর্ম। প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এমনকি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার সকল শিক্ষক এর সদস্য হতে পারবেন। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টসমূহ এ বাতায়নে পাওয়া যাবে। প্রত্যেকেই কন্টেন্ট আপলোড, ডাউনলোড এবং কন্টেন্ট সম্পর্কে মতামত প্রদানের সুযোগ পাবেন। এ বাতায়ন সকল প্রকার ডিজিটার কন্টেন্ট সংরক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষকদের মধ্যে ব্লগিংয়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। বর্তমানে এ বাতায়নে ছবি, পাওয়ার পয়েন্ট, প্রকাশনা, অডিও এবং ভিডিও সব মিলিয়ে মোট ৫২ হাজার কন্টেন্ট রয়েছে। শিক্ষকদেরকে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরিতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরির একটি প্লাটফর্ম এই বাতায়ন।

জাতীয় ই-তথ্যকোষ (e-tathyakosh)

জীবন-জীবিকা ভিত্তিক তথ্য এক স্থানে সহজে খুঁজে পেতে চালু করা হয়েছে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম তথ্যভান্ডার জাতীয় ই-তথ্যকোষ (www.infokosh.gov.bd)। জাতীয় ই-তথ্যকোষে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, আইন ও মানবাধিকার, পর্যটন, কর্মসংস্থান, নাগরিকসেবা, অকৃষি উদ্যোগ, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিল্প ও বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য টেক্সট, অ্যানিমেশন, ছবি, অডিও এবং ভিডিও আকারে বাংলা ভাষায় সন্নিবেশিত আছে। জাতীয় ই-তথ্য কোষের বর্তমান অবস্থা -

- ১০ হাজার বিষয়ে ১ লক্ষ কনটেন্ট
- টেক্সট, অডিও, ভিডিও এবং অ্যানিমেশন আকারে কনটেন্ট
- ৩৬ লক্ষ অনলাইন ব্যবহারকারী
- ৫২৭৩ টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে অফলাইনে ব্যবহার
- ৩৫০ সহযোগী সংগঠন

জাতীয় ই-তথ্যকোষ ওয়েবসাইটের ভিডিও কন্টেন্টসমূহকে নিয়ে অ্যাপসঃ (http://play.google.com/store/apps/details? Id=com.mcc.infokosh)

নারী উন্নয়ন ও নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট নিয়ে তথ্যকোষে 'জাগরণ' নামে একটি সাব-সাইট রয়েছে (www.infokosh.gov.bd/Jagoron) (তথ্যসূত্রঃ এটুআই প্রোগ্রাম)

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ও ভর্তির আবেদন

২০০৯ সাল থেকে এইচএসসি, এসএসসি, জেএসসি ও পিএসসি পরীক্ষার ফলাফল মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়া ২০১০ সাল থেকে অনলাইনে এসব পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে। দেশের ৩৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ৪০০টি কলেজ ও সরকারি মেডিকেল কলেজে এসএমএসের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন করা যায়। ২০০৯ সাল থেকে এ সেবা চালু করা হয়।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা

ই-সেবা বিষয়ে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা আয়োজিত হয়ে আসছে। এর মাধ্যমে তরুণদের অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কর্মযজ্ঞে শামিল করা এবং সাধারণ মানুষকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরকারি ও বেসরকারি সেবাসমূহ প্রদান বিষয়ে অবহিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ডিজিটাল সেন্টার

গ্রামীণ জনপদের মানুষের কাছে তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর দেশের সকল (৪৫৪৭টি) ইউনিয়নে স্থাপন করা হয় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি)। ২০১১ সালের ১৪ নভেম্বর দেশের সকল জেলায় জেলা ই-সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।১১টি সিটি কর্পোরেশনে ৪০৭ ডিজিটাল সেন্টার ও ৩২১ টি পৌরসভাতে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন। এসব ডিজিটাল সেন্টার কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন, সরকারি-বেসরকারি-বাণিজ্যিক তথ্য ও ৬০ ধরনের সেবাপ্রাপ্তির অনন্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সবার জন্য আরও উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী করে এটুআই (a2i) তৈরি করেছে একসেসিবল মাল্টিমিডিয়া বই। প্রথমবারের মতো ২০১৫ সালের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের সকল দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা বছরের শুরুতেই বিনামুল্যে বই পাচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরাও এ সুবিধার আওতায় আসবে। উল্লেখ্য ডেইজি স্ট্যান্ডার্ডে তৈরি করা এ ডিজিটাল বইগুলো দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীসহ সকল শিক্ষার্থীর ব্যবহার উপযোগী একটি ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া বই। অ্যামিস সফটওয়্যার অথবা ডিডি রিডার এর মাধ্যমে এটি ব্যবহার করা যাবে। একটি সফটওয়্যার সিডি বা জাতীয় ই-তথ্যকোষের এই লিংক থেকে ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক ডাউনলোড করে ব্যবহার করা সম্ভব।

ই-বুক

২০১১ সালে দেশের সকল পাঠ্যপুস্তক অনলাইনে প্রপ্তি নিশ্চিত করার জন্য একটি ই-বুক প্ল্যাটফর্ম (www.ebook.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে। দেশের সকল পাঠ্যপুস্তক অনলাইনে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে ইন্টারেকটিভ বই অর্থাৎ ভিডিও, অ্যানিমেশন ও ছবিসহ ৩০০ ই বুক (পাঠ্যপুস্তক), ১০০ টি সহায়ক বই রয়েছে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

২০১৬ সালের মধ্যে দেশের সকল প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম (ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেট, সাউন্ডসিস্টেম প্রভৃতির সমন্বয়ে) প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যার ফলে শ্রেণিকক্ষের পাঠদান আকর্ষনীয়, আনন্দময় ও ফলপ্রসূতা লাভ করেছে।

পিইডিপি-৩ বাস্তবায়নে যোগাযোগ মাধ্যম নির্বাচন

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) আওতায় যোগাযোগ মাধ্যমগুলো নির্বাচন করতে গিয়ে পিইডিপি-১ ও পিইডিপি-২ এ ব্যবহৃত বার্তা, উপকরণ ও মাধ্যমগুলোকে নিরীক্ষা করা হয়েছে।

শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও প্রান্তিক পর্যায়ের অংশীজনের কাছে বিভিন্ন বার্তা পৌঁছতে এবং তাদের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে পিইডিপি-৩ এলাকা ভিত্তিক (জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে) যোগাযোগ তৎপরতার পাশাপাশি স্থানীয়, প্রচলিত ও জাতীয় গণমাধ্যম ব্যবহার করে বহুস্তর ও বহুমুখী যোগাযোগ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

গণমাধ্যমে প্রচারণা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সেবার দিকটির উপর গুরুত্ব প্রদান করবে এবং আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক উভয় ধরণের কাঠামোর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মানের প্রয়োজন ও গুরুত্বের উপর জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করবে।

৫. সৃজনশীল যোগাযোগ উপকরণ, কার্যক্রম ও বার্তা নির্বাচন

সৃজনশীল যোগাযোগ উপকরণ, কার্যক্রম ও বার্তা নির্বাচন

যোগাযোগ উপকরণ ও কার্যক্রমগুলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে সৃজনশীল পরিকল্পনা একটি কার্যকর যোগাযোগ কৌশলের পূর্বশর্ত। এটা নিশ্চিত করা যে, সামগ্রিক উদ্যোগ বা সংশ্লিষ্ট বার্তাগুলো যাতে কেবল ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। বিশেষ করে পিতামাতা ও অভিভাবকরা তাদের সন্তানের শিক্ষা সম্পর্কে যা স্বপ্ন দেখেন, গণমাধ্যমে ও বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটবে। এই স্বপ্নের মধ্যে রয়েছেঃ

- শিশুদের একটি স্কুল থাকবে যেখানে তারা আনন্দের সাথে পড়াশুনা করবে।
- পিতামাতা/অবিভাবকরা এমন একটি স্কুল ও শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য ভূমিকা পালন করবেন, যেখানে তাদের সন্তানরা বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হবে।
- শিক্ষকরা এমন একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যেখানে শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ স্রষ্টা হিসেবে লালিত ও গড়ে উঠবে।
- এলাকাবাসী তাদের সময় ও সম্পদ বিনিয়োগ করবে যেখানে "আমাদের স্কুল এক রঙ্গিন ফুল" প্রতিপাদ্যকে গণমাধ্যমে প্রচারের চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

নিম্নে যোগাযোগ উপকরণ ও কার্যক্রমের একটি সম্ভাব্য তালিকা দেয়া হলো যা যৌক্তিকীকরণ জাতীয় ও বিভাগীয় কর্মশালার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে।

যোগাযোগ উপকরণ

ছাপার মাধ্যম, ইলেকট্রনিক মাধ্যম, স্থানীয় ও প্রচলিত যোগাযোগ মাধ্যম লোকজ মাধ্যম এবং আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ তৎপরতার জন্য ইতোপূর্বে বেশকিছু যোগাযোগ উপকরণের প্যাকেজ উদ্ভাবন ও তৈরি করা হয়েছে যা পিইডিপি-১ ও পিইডিপি-২ এ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব উপকরণ ও বার্তা পর্যালোচনা করে যেগুলো এখনো প্রাসঙ্গিক আছে তা পিইডিপি-৩ এর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

সম্ভাব্য গণমাধ্যম উপকরণ

- **ইলেকট্রনিক মিডিয়ার (টিভি, রেডিও ও ইন্টারনেট) জন্য উপকরণসমূহ**
  - ধারাবাহিক নাটক, ভ্রাম্যমান প্রদর্শনির জন্য স্বল্পদৈর্ঘ্য নাটক
  - শিক্ষা সম্পৃক্ত বিজ্ঞপ্তি
  - সংবাদ, সংবাদ প্রবাহ, রিপোর্টিং, ফিচার
  - মানসম্পন্ন শিক্ষা (আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক), বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচি এবং শিক্ষা দিবসের কর্মসূচির সরাসরি সম্প্রচার, এবং ত্রগুলোর উপর ভিত্তি করে আলোচনা অনুষ্ঠান (টক শো), সাক্ষাৎকার, কথিকা
  - শিক্ষার উপর ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
  - প্রকল্পের উপর প্রামাণ্য চিত্র
  - কুইজ, বিতর্ক
  - সংগীত, জিঙ্গেল, লাইভ শো সহ সঙ্গীতানুষ্ঠান, জনপ্রিয় শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত শিক্ষা বিষয়ক সঙ্গীত
  - প্রতিক্রিয়া প্রতিবেদন, শ্রোতাদের চিঠিপত্রের উত্তর, ফোন-ইন-প্রোগ্রাম
  - শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর মীনা কার্টুন, চলচ্চিত্র ও বই

- শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ই-সেবা
  - বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন (www.bangladesh.gov.bd)
  - জাতীয় ই-তথ্যকোষ (www.infokosh.gov.bd)
  - শিক্ষক বাতায়ন (www.teachers.gov.bd)
  - ই-বুক (www.ebook.gov.bd)

- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dpe.gov.bd) ও ফেসবুকের (www.facebook.com.dpebd)
- দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম
- পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ও ভর্তির আবেদন

- উন্মুক্ত স্থানে ব্যবহার উপযোগী যোগাযোগ (আউটডোর মিডিয়া) উপকরণ
  - ষ্টিল ফ্রেমে করা বিলবোর্ড (হাতে লিখা ও ডিজিটাল প্রিন্ট)
  - দেয়াল লিখন
  - ষ্টিকার (যানবাহনে ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য)
  - ঝুলন্ত ব্যানার
  - ডিজিটাল সাইনবোর্ড ও নির্দেশিকা
  - কমিউনিটি তথ্য বোর্ড

- মুদ্রিত উপকরণ
  - টিভি ও রেডিওতে প্রচারিত ধারাবাহিক নাটক ভিত্তিক গল্পের বই
  - পরিচিতি পএ
  - পোষ্টার
  - ফ্লিপ চার্ট
  - ফ্লাইয়ার
  - ফ্যাক্ট শীট বা তথ্য পত্র
  - শিক্ষক, শিক্ষা ব্যবস্থাপক, স্থানীয় সরকারের সদস্য ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (SMC) সদস্যদের জন্য এ্যাডভোকেসি বুকলেট
  - শিশু ও তরুণদেও জন্য পরিচিতিমূলক উপকরণ
  - বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য পরিচিতিমূলক উপকরণ
  - গনযোগাযোগ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের জন্য পরিচিতিমূলক উপকরণ
  - যোগাযোগ কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশিকা এবং প্রশিক্ষণ সহায়িকা (প্যাকেজ)
  - জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা ও সেমিনারের জন্য প্রশিক্ষণ গাইডলাইন ও ম্যানুয়েল
  - শিক্ষকদের কাজের পরিকল্পনা
  - শিক্ষামূলক সাফল্যের কাহিনীর উপর প্রকাশনা
  - শিক্ষক, ছাত্র এবং অন্যান্য ব্যাক্তিদের দ্বারা লিখিত কবিতা ও গল্পের বই
  - শিক্ষক, ছাত্র এবং ব্যাক্তিদের দ্বারা তৈরি কবিতা ও গল্পের বই
  - প্রাক-প্রাথমিক ও আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের (ECD) জন্য মীনা চিত্রঙ্কনের বই
  - মীনা কমিক বই
  - মীনা শিক্ষক নির্দেশিকা
  - বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য সৃজনশীল উপকরণ ও বই
  - শিক্ষামূলক খেলার উপকরণ

সম্ভাব্য যোগাযোগ কার্যক্রম

- **ওরিয়েন্টেশন, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, সেমিনার ও সভা**
  - এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ, পিতামাতা, অভিভাবক, গণমাধ্যম এবং বিভিন্ন নেটওয়ার্কের সাথে এ্যাডভোকেসি কর্মশালা ও সভা অনুষ্ঠান
  - শিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (PTI) এর প্রশিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা
  - কমিটির সদস্যদের জন্য মৌলিক, সাব-ক্লাষ্টার এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে আচরণগত পরিবর্তন ও আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের উপর প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন
  - মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্বের উপর জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন
  - পিইডিপি-৩ এর বিভিন্ন দিকের উপর নিবন্ধ তৈরি ও সেগুলো প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাংবাদিকদের সাথে কর্মশালা
  - প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (PTI) এর প্রশিক্ষক ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য মীনা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন
  - মানসম্পন্ন শিক্ষার উপর জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা ও সেমিনার
  - শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (SMC) সদস্য ও এলাবাসীদের প্রতিনিধিদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা
  - স্থানীয় সরকার শিক্ষা উপ-কমিটির 'ফিউচার সার্চ ওয়ার্কশপের' জন্য ওরিয়েন্টেশন
  - উঠোন বৈঠক, মা সমাবেশ, ক্লাস ভিত্তিক অভিভাবক সমাবেশ
  - স্কুলের উন্নয়নে শিশু-কিশোর, অবিভাবক এবং এলাবাসীদের সম্পৃক্ত করা
  - প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রনি ভূমিকা পালনকারী সেরা পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (SMC) সদস্য, ছাত্র ব্রিগেড, ছাত্র পরামর্শকদের পুরস্কৃত করা
  - শিশু-বান্ধব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

- **দিবস ও সপ্তাহ উদযাপন**
  - প্রাথমিক শিক্ষা মেলা
  - জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ
  - মীনা দিবস উদযাপন
  - শিক্ষা সপ্তাহ
  - শিক্ষা সহায়ক প্রদর্শনী
  - উপজেলা পর্যায়ে শিশুদের জন্য কম্পিউটারের ব্যবহার জনপ্রিয় করতে মেলা
  - আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
  - ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা

- **স্থানীয় পর্যায়ে যোগাযোগ কার্যক্রম**
  - বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (SMC) সদস্যদের দ্বারা শিক্ষার্থীদের বাড়ি পরিদর্শন
  - শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষার্থীদের বাড়ি পরিদর্শন
  - ছাত্র ব্রিগেড, ছাত্র পরামর্শক ও কাব দল কর্তৃক শিক্ষার্থীদের বাড়ি পরিদর্শন
  - স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন সভায় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (SMC) সদস্যদের অংশগ্রহণ
  - শিক্ষকদের সভা, সম্মেলন, উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা
  - মা সমাবেশ
  - আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতা
  - অভিভাবক শিক্ষক সমিতির (PTA) সভা

- লোকজ ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কার্যক্রম
    - লোকসঙ্গীত, পট, গম্ভীরা গান
    - উন্মুক্ত নাটক
    - জারি, সারি, গম্ভীরা, কবিগান এবং পল্লী এলাকার অন্যান্য স্থানীয় সামাজিক ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান
    - স্থানীয় নাটকের দল ও শিশু-কিশোর ক্লাবের দ্বারা শিক্ষামূলক নাটক প্রদর্শন
    - ডিজিটাল কুইজ ও গেমস

বার্তা গঠন

যোগাযোগ কৌশলের মূল উদ্দেশ্য হলো, কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত বার্তাকে তার অভীষ্ট জনের কাছে পৌঁছে দেয়া। বার্তা প্রেরণের পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জনগণকে কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাদের আচরণগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সচেতনতা ও উপলব্ধি সৃষ্টি করা, যা কোন অংশীদারিত্ব মূলক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। যোগাযোগ কৌশলে ব্যবহৃত বার্তাগুলো গঠণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো হলোঃ

- সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট জনের আর্থ সামাজিক অবস্থা, জ্ঞানের স্তর, দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্য;
- নির্দিষ্ট অংশীজন (টার্গেট অডিয়েন্সের) অনুভূতি ও পক্ষপাত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া;
- অভীষ্ট জনের সচেতনতা ও উপলব্ধি সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্ভাব্য যুক্তি গঠণ করা;
- বার্তাগুলো যোগাযোগ মাধ্যম উপযোগী করা, যাতে সঠিক অভীষ্ট জনের কাছে পৌঁছে;

যোগাযোগ কৌশলের আওতায় বার্তার আদানপ্রদান শিক্ষা সেবা প্রদানকারী ও গ্রহণকারীদের মধ্যে দ্বিমুখী একটি (টু-ওয়ে) প্রক্রিয়া। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (DPE) যোগাযোগ উদ্যোগের অংশ হিসেবে যে চার ধরণের বার্তা পৌছতে হবে সেগুলো হলোঃ

মূল বার্তা

যোগাযোগ কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে মূল বার্তা, যাকে কেন্দ্র করে মূখ্য বার্তা ও যোগাযোগ উপকরণ তৈরী করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার মূল বার্তা হচ্ছে, শিক্ষা একটি সচেতন নাগরিক গড়ার পূর্ব শর্ত। মূল বার্তা একটি কর্মসূচি সম্পর্কে অংশীজনদের উপলব্ধি করার জন্য আবশ্যক।

মুখ্য বার্তা

মূল বার্তাকে একটি সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে গুছিয়ে উপস্থাপন করাই হলো মূখ্য বার্তার লক্ষ্য। একটি বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচিতে একের অধিক মূখ্য অংশীজন বা টার্গেট অডিয়েন্স থাকে এবং অনেক ধরণের মূখ্য বার্তার মধ্য দিয়ে তাদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পৌছানো হয়। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যখন বহু-সংস্কৃতি সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করতে হয়।

ধারণাগত বার্তা

ধারণাগত বা কৌশলগত বার্তা হচ্ছে অন্তর্নিহিত প্রতিপাদ্য, যা অডিয়েন্সকে প্রয়োজনীয় কারিগরি তথ্য অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করে। এটি যোগাযোগ কৌশলের মূল ও মূখ্য বার্তার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করে। এটি অডিয়েন্সকে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারনা দেয় এবং তাদেরকে এ শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

নির্দেশনামূলক বার্তা

নির্দেশনামূলক বা নির্দেশক বার্তা মূখ্য অংশীজন বা অডিয়েন্সকে সুর্নিদিষ্ট কাজের জন্য নির্দেশ করে। একটি নির্দেশনামূলক বার্তা কিছু শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট উপস্থাপনা বুঝায় (যেমন, মৌখিক বা মুদ্রিত বক্তব্য এবং ছবি অ্যানিমেশন, ভিডিও, চিত্র ও ফটোগ্রাফ), যার লক্ষ্য থাকে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নেয়া। যোগাযোগের আনুষ্ঠানিক মাধ্যম হিসাবে নির্দেশনামূলক বার্তা সাধারভাবে অত্যন্ত কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উর্ধতন কর্তৃপক্ষ প্রজ্ঞাপন জারি বা ঘোষণার মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে নির্দেশনামূলক বার্তা প্রদান করে থাকে।

৬. অংশীজনের সাপেক্ষে যোগাযোগের কৌশল বিশ্লেষণ

ছক-১০ঃ অংশীজনের সাপেক্ষে যোগাযোগের কৌশল বিশ্লেষণ

যোগাযোগ পদ্ধতি	যোগাযোগের উদ্দেশ্য	অংশীজন	যোগাযোগ কার্যক্রম	যোগাযোগ উপকরণ	যোগাযোগ মাধ্যম
এ্যাডভোকেসী	২০১৭ সালের শেষে, • কমপক্ষে ৫০% জেলা ও উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (DDCC & UDCC), তাদের ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে আলোচনা করবেন; • এলাকার নেতৃবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ, শিক্ষা কমিটির সদস্যদের কমপক্ষে ২০% তাদের এলাকায় মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করবেন ও তা নথিভুক্ত করবেন; • বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ২০% পর্যালোচনা সভায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং শিশুদের ঝরেপড়া, শিশুশ্রম, দৈহিক শাস্তি ও শিশু বিয়ের নেতিবাচক পরিণতির বিষয়ে আলোচনা করবেন; • জাতীয় ও জেলা পর্যায়ের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং চেম্বার অফ কমার্সের কমপক্ষে ১০% কে শিশুদের ঝরে পড়া, শিশু শ্রম, দৈহিক শাস্তি ও শিশু বিয়ের নেতিবাচক পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করা হবে; • জাতীয় গণমাধ্যমের (প্রিন্ট, ব্রডকাষ্ট ও ওয়েব) রিপোর্টার, সাংবাদিক ও অন্যান্য মিডিয়া পেশাজীবীদের ১০% প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট খবর প্রকাশ করবেন;	● জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের নীতি নির্ধারক, মন্ত্রি, সাংসদ, চেয়ারম্যান, সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান, নেত্রি স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ; ● বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা; ● স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটি; ● মহিলা ও পুরুষ ওয়াড কমিশনার; ● বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী সংগঠন; ● সম্পাদক ও সাংবাদিক; ● অনুষ্ঠান প্রযোজক; ● কমিউনিটি রেডিও উদ্যোগতা; ● বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি;	● জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (DDCC), উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির (UDCC) চেয়ারপার্সন ও সদস্যরা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করবেন এবং সভায় প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির বিষয়টি নিয়মিতভাবে আলোচনা করেন; ● এলাকার নেতৃবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এবং শিক্ষা বিষয়ক উপ-কমিটিসমূহ তাদের নিয়মিত সভায় প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন; ● বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা এলাকাবাসীকে বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়া, শিশু শ্রম, দৈহিক শাস্তি ও শিশু বিবাহের নেতিবাচক পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তা প্রতিরোধে সচেষ্ট হন; ● বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমুহ সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সহযোগিতা করছে; ● প্রাথমিক শিক্ষা সর্ম্পকিত রিপোর্ট প্রকাশের জন্য গণমাধ্যমের সম্পাদকরা ভূমিকা রাখেন এবং রিপোর্টাররা প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্যের উপর প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ করেন;	. মিডিয়া উপকরণ . বুকলেট . পরিসংখ্যান বুকলেট . তথ্য কার্ড . সংবাদপত্র সাময়িকী . স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষা ব্যবস্থাপক ও নীতিনির্ধারকদের জন্য এ্যাডভোকেসী ব্রোশওর . ফ্যাক্ট শীট . মিনা কার্টুন . ফোল্ডার . সাংবাদিকদের দ্বারা . সংবাদপত্রের প্রবন্ধ প্রকাশ . প্রতিবেদন . ওয়েব সাইড . তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগ উপকরণ	. পরিচিতিমূলক এবং তথ্য বিনিময় সভা . কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ . আন্তঃ ব্যক্তিক যোগাযোগ . ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম . ছাপার মাধ্যম . ইন্টারনেট

যোগাযোগ পদ্ধতি	যোগাযোগের উদ্দেশ্য	অংশীজন	যোগাযোগ কার্যক্রম	যোগাযোগ উপকরণ	যোগাযোগ মাধ্যম
আচরণগত পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ	২০১৭ সালের শেষে, • কমপক্ষে ৫০% পিতামাতা (যাদের ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী সন্তান আছে) তাদের সন্তানদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্কুলে পাঠানোর দীর্ঘমেয়াদী উপকার সম্পর্কে বলতে সক্ষম হবেন; • কমপক্ষে ৩০% সুবিধা বঞ্চিত শিশুর পিতামাতা (যাদের ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী সন্তান আছে) তাদের সন্তানদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্কুলে পাঠানোর দীর্ঘমেয়াদী উপকার সম্পর্কে বলতে সক্ষম হবেন; • কর্মসূচি এলাকার কমপক্ষে ২৫% শিক্ষক ক্লাসে কোন ধরণের বৈষম্য না করে সকল শিক্ষার্থীকে (শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীত্ব থাকলেও) প্রয়োজন অনুপাতে সমান মনোযোগ দেবেন; • কমপক্ষে ২৫% পিতামাতা তাদের সন্তানদের শিক্ষার অগ্রগতি নিয়ে শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করবেন এবং বাড়িতে ও কমিউনিটি গ্রুপে পরিকল্পিত যত্ন নিবেন; • কমপক্ষে ২০% ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগকারী সংস্থা তাদের শিশু শ্রমিকদের আনুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলে মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করবেন; • ৫০% বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC) কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC), প্রকল্প সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা কমিটি (PCMC), শিক্ষক অভিভাবক সমিতি (PTA), বিদ্যালয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা (SLIP) এর সদস্যরা ঝড়ে পড়া শিশুদের পিতামাতার সাথে অন্তত ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে যোগাযোগ এবং আলোচনা করবেন;	• ৫ থেকে ১০ বছর বয়স্ক শিশুদের পিতামাতা ও অভিভাবক; • সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পিতামাতা ও অভিভাবক; • শিশু শ্রমিক, বিদ্যালয় বর্জন করা শিশু, স্কুলের বাইরে থাকা শিশুদের পিতামাতা ও অভিভাবক; • প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকবৃন্দ; • পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলোর পাড়া কেন্দ্র ভিত্তিক কর্মী;	• পিতামাতারা তাদের সন্তানদের নিয়মিত স্কুলে প্রেরণ করেন; • শিক্ষকরা সকল শিশুর প্রতি সমান মনোযোগ দেন; • পিতামাতা শিক্ষকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন; • নিয়োগকারীরা শিশুদের স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দেন; • বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC), কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি, (CMC), প্রকল্প সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা কমিটি (PCMC), পিতামাতা শিক্ষক অভিভাবক সমিতি (PTA), বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (SLIP) এর সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিদর্শন ও এলাকাবাসীকে নিয়ে সভা অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন;	. কর্মশালা, অবহিতকরণ, প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা এবং ওয়ার্কিং চেকলিস্ট . কর্মশালায় বিতরণের জন্য ও অংশগ্রহণকারীদের বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য উপকরণ . টেলিভিশন ও রেডিও তে প্রচারের জন্য ধারাবাহিক নাটক .ডকু ড্রামা . টেলিভিশন ও রেডিও স্পট . জনপ্রিয় সংগীত শিল্পীর দ্বারা শিক্ষামূলক গান . এলাকা ভিত্তিক রেডিও অনুষ্ঠান . শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে মিনা চলচিত্র। . মিনা কমিক বই .মাপেট ও পাপেট শো . ছবির কার্ড . ফ্ল্যাশ কার্ড . ফ্লায়ার . লোক সংগীত . পথ নাটক (আইপিটি) . ডিজিটাল কুইজ ও গেমস (আনন্দের ছলে শেখা) . শিশু-কিশোর ও যুবকদের পরিচিতি মূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ নীতিমালা . বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য নীতিমালা	. আন্তঃব্যক্তি যোগাযোগ . প্রশিক্ষন . ইলেকট্রনিক মাধ্যম . ছাপার মাধ্যম . কমিউনিটি রেডিও . স্থানীয় এবং প্রচলিত যোগাযোগ মাধ্যম . মিনা যোগাযোগ উদ্যোগ

যোগাযোগ পদ্ধতি	যোগাযোগের উদ্দেশ্য	অংশীজন	যোগাযোগ কার্যক্রম	যোগাযোগ উপকরণ	যোগাযোগ মাধ্যম
সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ	২০১৭ সালের শেষে, • প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ২৫% এলাকাবাসীর সাথে আলোচনা করবেন এবং ভর্তি হওয়ার যোগ্য এমন শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অব্যাহত রাখা ও প্রাথমিক বিদ্যালয় সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এলাকাবাসীর সহযোগিতা কামনা করবেন; • কর্মসূচি এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত এবং স্কুলে দৈহিক শাস্তি রোধ করতে ধর্মীয় নেতাসহ কমপক্ষে ৫০% কমিউনিটি নেতা ছাত্রদের পিতামাতা, অভিভাবক অথবা তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন; • শিশু শ্রম, শিশু বিয়ে ও দৈহিক শাস্তি রোধ করতে মানসম্পন্ন শিক্ষা বিকাশে যুব নেতা, কিশোর দল এবং সুশীল সমাজের ৫০% প্রতিনিধি এলাকাবাসীর সাথে যোগাযোগ রাখবেন; • কমপক্ষে ১০% নির্দিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের বিজ্ঞাপনী প্রচারণা ও পণ্যের প্যাকেটে সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক বার্তা যোগ করতে সম্মত হবেন; • কমপক্ষে ৩০% উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় মাঠ পর্যায়ে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কমসূচির বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে পর্যালোচনা করবেন;	• বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি), কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) ও টাস্ক ফোর্স • শিশু, কিশোর ও যুবক • কাবদল ও ছাত্র পরিষদ • বিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন কর্মসূচি কমিটি (স্লিপ/ SLIP) • শিক্ষক অভিভাবক সমিতি (পিটিএ) • নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান • সুশীল সমাজের প্রতিনিধি • ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ ও নারী সদস্যবৃন্দ • ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি • স্থানিয় ক্লাব ও সংস্কৃতিক দল • পার্বত্য জেলাগুলোতে হেডম্যান (ব্যবসায়ী) ও কারবারী (খুচরা বিক্রেতা)	• প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (SMC) সদস্যরা আলোচনা সভার আয়োজন করেন এবং স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত সকল শিশুকে স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য এলাকবাসীর সহায়তা কামনা করেন; • প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপন নিশ্চিত করতে ধর্মীয় নেতাসহ কমিউনিটি নেতারা ছাত্রদের পিতামাতা, অভিভাবক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়োমিত যোগাযোগ রক্ষা করেন; • প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে যুব নেতা, কিশোর দল এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এলাকাবাসীর সাথে যোগাযোগ রাখেন; • নির্বাচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্যের প্যাকেটে সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বার্তা যুক্ত করতে সম্মত হয়েছে; • সাংবাদিক ও মিডিয়া পেশাজীবীরা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সংবাদ ও সাফল্যের উপর প্রতিবেদন প্রদান করছে;	. প্রশিক্ষন মডিউল . পরিচিতি মুলক গাইড . ডকু ড্রামা . কমিউনিটি রেডিও প্রচারিত অনুষ্ঠান . ইন্টারেকটিভ পপুলার থিয়েটার (IPT) এবং লোক সংগীত . টিভি ও রেডিও স্পট . পোস্টার . স্টীকার . দেয়াল লিখন . বিলবোর্ড . মিনা চলচিত্র . কমিক বই . ইলেক্ট্রনিক এবং ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ . প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল . ওরিয়েন্টশন প্যাকেজ	. আন্তঃব্যক্তি যোগাযোগ . প্রশিক্ষন . ইলেকট্রনিক মাধ্যম . ছাপার মাধ্যম . কমিউনিটি রেডিও . স্থানীয় এবং প্রচলিত যোগাযোগ মাধ্যম . মিনা যোগাযোগ উদ্যোগ

৭. যোগাযোগ কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

যোগাযোগ কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

এ যোগাযোগ কৌশলের আলোকে, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪টি জেলায় বাস্তবায়ন করা হবে।

যোগাযোগ কৌশলের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সমন্বয়ের দায়িত্ব পালনকারী প্রধান প্রতিষ্ঠান হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। সমন্বিত ও সুচারু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশে সরকারের অংশীদার প্রতিষ্ঠানসমূহ (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো-BNFE), উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, এনজিও এবং এলাকা ভিত্তিক সংগঠনের সহযোগিতায় এ কৌশল বাস্তায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

নিচের ছকে টার্গেট ও প্রস্তাবিত সময়ের মধ্যে কিভাবে কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে তা দেখানো হয়েছে।

ছক-১১ঃ যোগাযোগ উদ্যোগ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	উদ্যোগ	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
১	কৌশল উন্নয়ন						
১.১	পিইডিপি-৩ এর জন্য একটি সার্বিক যোগাযোগ কৌশলের খসড়া তৈরি এবং তার নিয়মতান্ত্রিকভাবে পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন	ডিপিই, বিএনএফই, ইউনিসেফ		X	X		
১.২	যোগাযোগ কৌশল চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন	ডিপিই, বিএনএফই, ইউনিসেফ		X			
১.৩	বিভাগীয় কর্মশালার আলোকে একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি, যাচাই এবং প্রয়োজনা অনুযায়ী সামঞ্জস্য বিধান	ডিপিই, বিএনএফই, ইউনিসেফ		X	X		
১.৪	বিদ্যমান যোগাযোগ উপকরণের পর্যালোচনার জন্য কর্মশালার আয়োজন এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন অংশীজনের জন্য বার্তা ও উপকরণ তৈরি	ডিপিই, বিএনএফই, ইউনিসেফ		X	X		
১.৫	অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা তৈরি করা	ডিপিই, বিএনএফই, ইউনিসেফ		X		X	
১.৬	কর্মশালার জন্য বার্তা ও উপকরণ তৈরি	ডিপিই, বিএনএফই, ইউনিসেফ		X	X	X	

২	এ্যাডভোকেসি						
২.১	দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষা, শিশু-বান্ধব বিদ্যালয়, দুপুরের খাবার, প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, একীভূত শিক্ষা, শিখবে প্রতিটি শিশু, শিশু ডাক্তার, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, স্যানিটেশন ও ওয়াশ ব্লকের উপর কর্মশালার আয়োজন	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
২.২	সরকার, দেশি ও বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং এলাকা ভিত্তিক নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিবর্গের সমন্বয় আলোচনা ও কর্মশালার আয়োজন	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
২.৩	স্থানীয় সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য পরিচিতিমূলক কর্মশালার আয়োজন যাতে তারা পিইডিপি-৩ এর উপর নিবন্ধ প্রকাশে উৎসাহিত হয়	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
২.৪	নীতি নির্ধারক, সংবাদ প্রতিনিধি, নিয়োগকারী সংস্থা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে জাতীয়, বিভাগীয় পর্যায়ে আলোচনা ও কর্মশালা আয়োজন	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
২.৫	মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্বের উপর জেলা পর্যায়ে আলোচনার আয়োজন	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা			X		

৩	**সক্ষমতা বৃদ্ধি**						
৩.১	যোগাযোগ কার্যক্রম কার্যকর করার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নকারীদের সাথে ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করা	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৩.২	মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন দলগুলোর জন্য শিক্ষণ শিখন এর ব্যবস্থা করা যা যোগাযোগ কৌশল বাস্তবায়নকে তরান্বিত করবে	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	
৩.৩	সকল শিশুকে স্কুলে ভর্তি করানো, ঝরে পড়া রোধ করা, যেসব শিশু স্কুলে যায় না তাদের পিতামাতা ও অভিভাবককে উদ্বুদ্ধ করা এবং সকল শিশুর জন্য মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে পরিচিতিমূলক কর্মশালার আয়োজন	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৩.৪	শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও পিটিআই প্রশিক্ষকদের জন্য পরিচিতিমূলক কর্মশালার আয়োজন	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৩.৫	মীনা যোগাযোগ মাধ্যমকে (কার্টুন ও বই) শিশু-কিশোরদের মাঝে পরিচিতকরণ	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৩.৬	প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে নিবন্ধ লিখা ও প্রচারের সুবিধার্থে সাংবাদিকদের জন্য পরিচিতিমূলক কর্মশালার আয়োজন	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৩.৭	যোগাযোগ সেলের সাথে সম্পর্কিতদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৩.৮	কাউন্সেলিং, এলাকা ভিত্তিক সংলাপ ও ইন্টারেকটিভ পপুলার থিয়েটার (IPT) পরিচালনার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৩.৯	এলাকাভিত্তিক সংলাপ আয়োজনের জন্য স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং স্থানীয় কমিটিগুলোর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা			X	X	X
৪	**পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ**						
৪.১	যোগাযোগ সেলের দক্ষতা বৃদ্ধি	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	X	X	X		
৪.২	যোগাযোগ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা ও সাফলতার উপর ভিত্তি করে শিক্ষণ শিখন উপকরণ তৈরি এবং তার যথাযথ বিতরণ	প্রাগম, ডিপিই			X	X	X
৪.৩	যোগাযোগ কার্যক্রম ও তার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি করা ও তা প্রকাশ	প্রাগম, ডিপিই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা			X	X	X
৪.৪	যোগাযোগ কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া	প্রাগম, ডিপিই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা				X	X
৪.৫	কর্মশালার মাধ্যমে যোগাযোগ কৌশল পরিবীক্ষণ সূচকগুলোকে নিরীক্ষণ করা	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X		X	
৪.৬	ই-নিউজলেটার প্রকাশ ও ওয়েবসাইটে নিয়মিত তথ্য ও উপাত্ত হালনাগাদ করা	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫	**গণযোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের জন্য উপকরণ তৈরি**						
৫.১	ইলেকট্রনিক মিডিয়া						
৫.১.১	টেলিভিশন ও রেডিওতে সম্প্রচারের জন্য ধারাবাহিক নাটক, টকশো, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞাপন নির্মাণ	ডিপিই, বিএনএফই, তথ্য মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.১.২	শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে মীনা চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন	ডিপিই, বিএনএফই, তথ্য মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	X	X	X	X	X
৫.১.৩	অডিও-ভিজুয়্যাল প্রামাণ্যচিত্র নিমার্ণ ও প্রদর্শন	ডিপিই, বিএনএফই, তথ্য মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.১.৪	কমিউনিটি রেডিও এবং অনলাইন রেডিওতে প্রচারের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান তৈরি	ডিপিই, বিএনএফই, তথ্য মন্ত্রণালয়,		X	X	X	X

		উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা					
৫.২	আউটডোর মিডিয়া						
৫.২.১	ষ্টিলের ফ্রেমের তৈরি বিলবোর্ড (হাতে লিখা অথবা ডিজিটাল প্রিন্ট)	ডিপিই, বিএনএফই, তথ্য মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা			X	X	
৫.২.২	দেয়াললিখন ও যানবাহনের গায়ে শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন উপদেশমূলক বাণী, চিত্র, স্টিকারের ব্যবহার	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.২.৩	স্টিকার, ঝুলন্ত ব্যানার, ডিজিটাল সাইনবোর্ড, কমিউনিটি তথ্য বোর্ড এবং অন্যান্য মুদ্রিত জিনিস	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.৩	স্থানীয়, প্রচলিত, এলাকাভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যম						
৫.৩.১	লোক সঙ্গীত (জারি, সারি, পট ও গম্ভীরা)	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.৩.২	পাপেট, মাপেট শো	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.৩.৩	পথনাটক, উন্মুক্তনাটক, ইন্টারেকটিভ পপুলার থিয়েটার (IPT)	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.৩.৪	কমপিউটার ও ডিজিটাল গেম	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.৪	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম						
৫.৪.১	মোবাইল ফোনে প্রেরিত বার্তা	ডিপিই, বিএনএফই, তথ্য মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.৪.২	টুইটার	ডিপিই, বিএনএফই, তথ্য মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.৪.৩	প্রাথমিক শিক্ষা ও মৌলিক শিক্ষার উপর ওয়েবসাইট	ডিপিই, বিএনএফই, তথ্য মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.৪.৪	অনুষ্ঠানের সংবাদসহ ফেসবুক	ডিপিই, বিএনএফই, তথ্য মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.৫	মুদ্রিত উপকরণ						
৫.৫.১	দৈনিক সংবাদপত্রে ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রকাশ	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.৫.২	টিভি ও রেডিওতে প্রচারিত ধারাবাহিক নাটক ভিত্তিক বই	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.৫.৩	ব্রোশিওর, পোষ্টার, ফ্লিপ চার্ট, ফ্ল্যাশ কার্ড	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	X	X	X	X	X
৫.৫.৪	কর্মজীবী শিশুদের জন্য মীনা ড্রয়িং বুক	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.৫.৫	মীনা গল্পের বই, মীনা অ্যাকটিভিটি বই, মীনা কমিক বই, ড্রয়িং বুক	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	X	X	X	X	X
৫.৫.৬	বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের জন্য বুকলেট, ফোল্ডার, ফ্লাইয়ার তৈরি	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	X	X	X	X	X
৫.৫.৭	শিক্ষাসহায়ক গেম কার্ড	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.৫.৮	শিক্ষকদের জন্য নোট বই	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.৫.৯	সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশ	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.৫.১০	মীনা, মেয়েদের শিক্ষা, মানসম্পন্ন ও একীভূত শিক্ষা, প্রাক-প্রাথমিক এবং অন্যান্য বিষয় ভিত্তিক বই প্রকাশ ও শিশুদের মাঝে বিতরন	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৫.৫.১১	সেরা বিদ্যালয়গুলোর উপর পরিচিতি পত্র প্রকাশ	ডিপিই, বিএনএফই, অংশীজন		X	X	X	X

৫.৫.১২	শিক্ষক, শিক্ষা ব্যবস্থাপক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য বিভিন্ন ধরনের ধারণাপত্র ও প্রশিক্ষণ মূলক তথ্যপত্র প্রকাশ ও প্রচার	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X

৬	আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ						
৬.১	এলাকা ভিত্তিক সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উপর ভিত্তি করে যোগাযোগ কৌশল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৬.২	শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে যারা জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত এবং যারা মাঠ পর্যায়ে তা বাস্তবায়ন করেন, তাদের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৬.৩	জেলা পর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব এবং শিশু বিয়ে, শিশু শ্রম ও দৈহিক ও মানসিক শাস্তি রোধের উপর কর্মশালা	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৬.৪	পিটিআই প্রশিক্ষকদের চাইল্ড টু চাইল্ড শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেয়া	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৬.৫	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য ধারণাপত্র ও কর্মশালা	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X

৭	অনুষ্ঠানাদি						
৭.১	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৭.২	মীনা দিবস উদযাপন	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	X	X	X	X	X
৭.৩	সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৭.৪	শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শনী অথবা বইমেলার মধ্য দিয়ে জনগনের কাছে প্রাথমিক শিক্ষাকে পরিচিত করে তোলা	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৭.৫	অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৭.৬	প্রাথমিক শিক্ষা মেলা	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৭.৭	শিক্ষক সমাবেশ ও শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত কর্মশালা	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X
৭.৮	শিশুদের জন্য উপজেলা পর্যায়ে কমপিউটার মেলা	ডিপিই, বিএনএফই, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা		X	X	X	X

৮. যোগাযোগ কৌশলের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সূচক

যোগাযোগ কৌশলের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সূচক

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসুচির এর জন্য প্রণীত যোগাযোগ কৌশলের সাফল্য নির্ভর করবে এর সঠিক পরিবীক্ষনের উপর, যা নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্জিত হতে পারেঃ

- যোগাযোগ কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন;
- বিভিন্ন যোগাযোগ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- বিভিন্ন অংশীজনের জন্য উপযুক্ত যোগাযোগ মাধ্যম নির্বাচন (ছাপা, ইলেক্ট্রনিক, স্থানীয় ও আন্তঃ ব্যক্তিক) এবং উপকরণ তৈরি ও প্রচার;
- যোগাযোগ কৌশল পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সবার জন্য মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের পূর্বশর্ত;

যোগাযোগ উদ্যোগের পরিবীক্ষণ হতে হবে পিইডিপি-৩ কর্মসূচির সমগ্র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের অংশ। যোগাযোগ কৌশল পরিবীক্ষণ ও মূল্যয়নের আওতায় বিভিন্ন অংশীজন সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, এর বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করে সমাজে সকল স্তরের জনগণ এবং শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের এ বিষয়ে অবহিত করা এবং তাদেরকে মান সম্পন্ন শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহন সম্পৃক্ত করা। যোগাযোগ কৌশলের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন প্রকাশ এবং জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায় বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন

নিচের ছকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের যে কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে তা জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে।

ছক-১২ঃ পিইডিপি-৩ এর যোগাযোগ ফলাফলের পরিবীক্ষণ সূচক

যোগাযোগের লক্ষ্য	ফলাফল সূচক	উপাত্তের উৎস
সাধারণ লক্ষ্য		
"প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সমাজের সকল স্তরে একটি অনুকূল ও সহযোগী পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহন"	• % প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপন • % ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় প্রাথমিক বিদ্যালয় অথবা উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি • % মেয়ে শিশুদের স্কুলে নিয়মিতকরণ • % শিশু বিয়ে, শিশু শ্রম ও দৈহিক শাস্তি হ্রাস • % সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility) আওতায় ব্যবসা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মানসম্পন্ন শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে সহযোগী ভূমিকা পালন।	• এএসসি • বিডিএস

ছক-১৩ঃ পিইডিপি-৩ এর জন্য যোগাযোগ পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট নিরীক্ষণ সূচক

এ্যাডভোকেসি				
যোগাযোগের লক্ষ্য	প্রভাব সৃষ্টি পর্যায়ের সূচক	উপাত্তের উৎস	প্রক্রিয়া সূচক	উপাত্তের উৎস
২০১৭ সালের শেষে, • কমপক্ষে ৫০% জেলা ও উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (DDCC & UDCC), তাদের ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে আলোচনা করবেন; • এলাকার নেতৃবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ, শিক্ষা কমিটির সদস্যদের কমপক্ষে ২০% তাদের এলাকায় মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করবেন ও তা নথিভুর্ক্ত করবেন; • বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ২০% পর্যালোচনা সভায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং শিশুদের ঝরেপড়া, শিশুশ্রম, দৈহিক শাস্তি ও শিশু বিয়ের নেতিবাচক পরিণতির বিষয়ে আলোচনা করবেন; • জাতীয় ও জেলা পর্যায়ের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং চেম্বার অফ কমার্সের কমপক্ষে ১০% কে শিশুদের ঝরে পড়া, শিশু শ্রম, দৈহিক শাস্তি ও শিশু বিয়ের নেতিবাচক পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করা হবে; • জাতীয় গণমাধ্যমের (প্রিন্ট, ব্রডকাষ্ট ও ওয়েব) রিপোর্টার, সাংবাদিক ও অন্যান্য মিডিয়া পেশাজীবীদের ১০% প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট খবর প্রকাশ করবেন;	• % জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ সকল শিশুর জন্য মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন; • % স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি যেমন জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (DDCC), ওয়ার্ড উন্নয়ন কমিটি (WDC), LCBC, পিইডিপি-৩ এর লক্ষ্য ও কৌশল সম্পর্কে অবহিত হবেন; • % স্থানীয় ও ধর্মীয় নেতা, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মানসম্পন্ন শিক্ষার বিষয়ে এলাকাবাসীকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করবেন;	• বার্ষিক বিদ্যালয় জরিপ • মধ্যমেয়াদী ও চূড়ান্ত জরিপ • এনুয়েল সেক্টর পারফরমেন্স রিপোর্ট	• # সংখ্যক বিদ্যালয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থাকবে; • # সংখ্যক আলোচনা অনুষ্ঠান ও কর্মশালার আয়োজন; • # সংখ্যক এ্যাডভোকেসি উপকরণ প্রস্তুত ও সরবরাহ; • # সংখ্যক গণযোগাযোগ ও স্থানীয় যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত প্রামাণ্য চিত্র, মীনা কার্টুন ও বই, পোষ্টার, মুদ্রিত উপকরণ;	• সাফল্য সূচক নিরীক্ষণ সংক্রান্ত ছক-ডিপিই • প্রোগ্রাম মনিটরিং রিপোর্ট

আচারণগত পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ				
যোগাযোগের লক্ষ্য	প্রভাব সৃষ্টি পর্যায়ের সূচক	উপাত্তের উৎস	প্রক্রিয়া সূচক	উপাত্তের উৎস
২০১৭ সালের শেষে, • কমপক্ষে ৫০% পিতামাতা (যাদের ৫-১৪ বছর বয়সী সন্তান আছে) তাদের সন্তানদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্কুলে পাঠানোর দীর্ঘমেয়াদী উপকার সম্পর্কে বলতে সক্ষম হবেন; • কমপক্ষে ৩০% সুবিধা বঞ্চিত শিশুর পিতামাতা (যাদের ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী সন্তান আছে) তাদের সন্তানদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্কুলে পাঠানোর দীর্ঘমেয়াদী উপকার সম্পর্কে বলতে সক্ষম হবেন; • কর্মসূচি এলাকার কমপক্ষে ২৫% শিক্ষক ক্লাসে কোন ধরণের বৈষম্য না করে সকল শিক্ষার্থীকে (শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীত্ব থাকলেও) প্রয়োজন অনুপাতে সমান মনোযোগ দেবেন; • কমপক্ষে ২৫% পিতামাতা তাদের সন্তানদের শিক্ষার অগ্রগতি নিয়ে শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করবেন এবং বাড়িতে ও কমিউনিটি গ্রুপে পরিকল্পিত যত্ন নিবেন; • কমপক্ষে ২০% ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগকারী সংস্থা তাদের শিশু শ্রমিকদের আনুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলে মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করবেন; • ৫০% বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC) কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC), প্রকল্প সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা কমিটি (PCMC), শিক্ষক অভিভাবক সমিতি (PTA), বিদ্যালয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা (SLIP) এর সদস্যরা ঝড়ে পড়া শিশুদের পিতামাতার সাথে অন্তত ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে যোগাযোগ এবং আলোচনা করবেন;	• % পিতামাতা, অভিভাবক (যাদের ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু আছে) তাদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার দীর্ঘমেয়াদী উপকার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবেন; • % পিতামাতা এবং পরিবার প্রধান তাদের সন্তানদেরকে নিয়মিত স্কুলে পাঠাবেন; • % শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা শিশুদের বাড়ি পরিদর্শন করবেন, খোঁজখবর রাখেন এবং বিশেষ করে ঝরে পড়া ছাত্রদের খোঁজ নিবেন; • % বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যরা যেসব শিশু স্কুলে যায় না এবং যেসব শিশু ঝরে পড়েছে সেসব শিশুর পিতামাতার সঙ্গে বছরে অন্তত দুই বার যোগাযোগ করেন;	• মাঠ পর্যায়ের মনিটরিং রেকর্ড • বার্ষিক বিদ্যালয় জরিপ	• # সংখ্যক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দ্বারা আয়োজিত এলাকা সংলাপ; • আচরণগত যোগাযোগের পরিবর্তনের জন্য # সংখ্যক উপকরণ তৈরি ও বিতরণ; • # সংখ্যক গণযোগাযোগ ও স্থানীয় যোগাযোগ মাধ্যমে (মানসম্পন্ন শিক্ষা, শিশু বিয়ে, শিশু শ্রম ও দৈহিক শাস্তি এবং পিইডিপি-৩ এর সফলতার উপর প্রামাণ্য চিত্র, মীনা কার্টুন, পোষ্টার ও মুদ্রিত উপকরণ প্রস্তুতকরণ ও বিতরণ);	• সাফল্য সূচক চিহ্নিতকরা ছক-ডিপিই • প্রোগ্রাম পরিবীক্ষণ রিপোর্ট

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ				
যোগাযোগের লক্ষ্য	প্রভাব সৃষ্টি পর্যায়ের সূচক	উপাত্তের উৎস	প্রক্রিয়া সূচক	উপাত্তের উৎস
২০১৭ সালের শেষে, • প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ২৫% এলাকাবাসীর সাথে আলোচনা করবেন এবং ভর্তি হওয়ার যোগ্য এমন শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অব্যাহত রাখা ও প্রাথমিক বিদ্যালয় সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এলাকাবাসীর সহযোগিতা কামনা করবেন; • কর্মসূচি এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত এবং স্কুলে দৈহিক শাস্তি রোধ করতে ধর্মীয় নেতাসহ কমপক্ষে ৫০% কমিউনিটি নেতা ছাত্রদের পিতামাতা, অভিভাবক অথবা তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন; • শিশু শ্রম, শিশু বিয়ে ও দৈহিক শাস্তি রোধ করতে মানসম্পন্ন শিক্ষা বিকাশে যুব নেতা, কিশোর দল এবং সুশীল সমাজের ৫০% প্রতিনিধি এলাকাবাসীর সাথে যোগাযোগ রাখবেন; • কমপক্ষে ১০% নির্দিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের বিজ্ঞাপনী প্রচারণা ও পণ্যের প্যাকেটে সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক বার্তা যোগ করতে সম্মত হবেন; • কমপক্ষে ৩০% উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় মাঠ পর্যায়ে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কমসূচির বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে পর্যালোচনা করবেন;	• % বিদ্যালয় এবং এলাকাবাসী কমিউনিটি তথ্য বোর্ডে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ পরিসংখ্যান ও তথ্য তুলে ধরবেন; • % নিয়োগকারীরা কর্মজীবী শিশুদের মৌলিক শিক্ষা লাভের ব্যাপারে সুযোগ প্রদান করবেন; • % এলাকার নেত্রী স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও ধর্মীয় নেতারা কমিউনিটি সংলাপের আয়োজন করবেন এবং মানসম্পন্ন শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রাখবেন; • এক বছরে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রভাবের উপর জাতীয় ও স্থানীয় গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) প্রকাশিত ও প্রচারিত রিপোর্ট সংখ্যা;	• বার্ষিক বিদ্যালয় জরিপ • মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	• # সংখ্যক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য এলাকা ভিত্তিক সংলাপ আয়োজনের উপর প্রশিক্ষণ; • # সংখ্যক দৈহিক শাস্তি মুক্ত এবং শিশু-বান্ধব বিদ্যালয় উন্নয়নের উপর বিষয় ভিত্তিক নাটক প্রদর্শনী; • # সংখ্যক গণমাধ্যম ও কমিউনিটি মিডিয়ার জন্য অনুষ্ঠানের (মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং শিশু বিয়ে, শিশু শ্রম ও দৈহিক শাস্তি এবং পিইডিপি-৩ এর সফলতার উপর প্রামাণ্য চিত্র, মীনা চলচ্চিত্র, কার্টুন, বই, বুকলেট, পোষ্টার প্রস্তুত ও প্রচার;	• সাফল্য সূচক সনাক্তকরণ ছক-ডিপিই • প্রোগ্রাম মনিটরিং রিপোর্ট

৯. যোগাযোগ কৌশল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

যোগাযোগ কৌশল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে, ২০০৭ সালে পিইডিপি-২ এর অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে একটি যোগাযোগ সেল গঠন করা হয়েছিল। যোগাযোগ কৌশল সফল ভাবে বাস্তবায়নের জন্য এই কৌশলপত্রে যোগাযোগ সেলকে আরো সক্রিয় করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এ যোগাযোগ কৌশলের আওতায় বিভিন্ন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বন্টন এবং তাদের উপযুক্ত সক্ষমতা তৈরি এবং উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থাও রয়েছে।

এ যোগাযোগ কৌশল নিয়মিত পরিবীক্ষন করার মধ্য দিয়ে এর লক্ষ্য, অর্জন এবং কর্মসূচিকে সময়োপযোগী করে তোলা হবে, যাতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী এবং অভিষ্টজনের যোগাযোগ, অভিজ্ঞতা এবং তথ্যের আদান-প্রদান চালু থাকে।

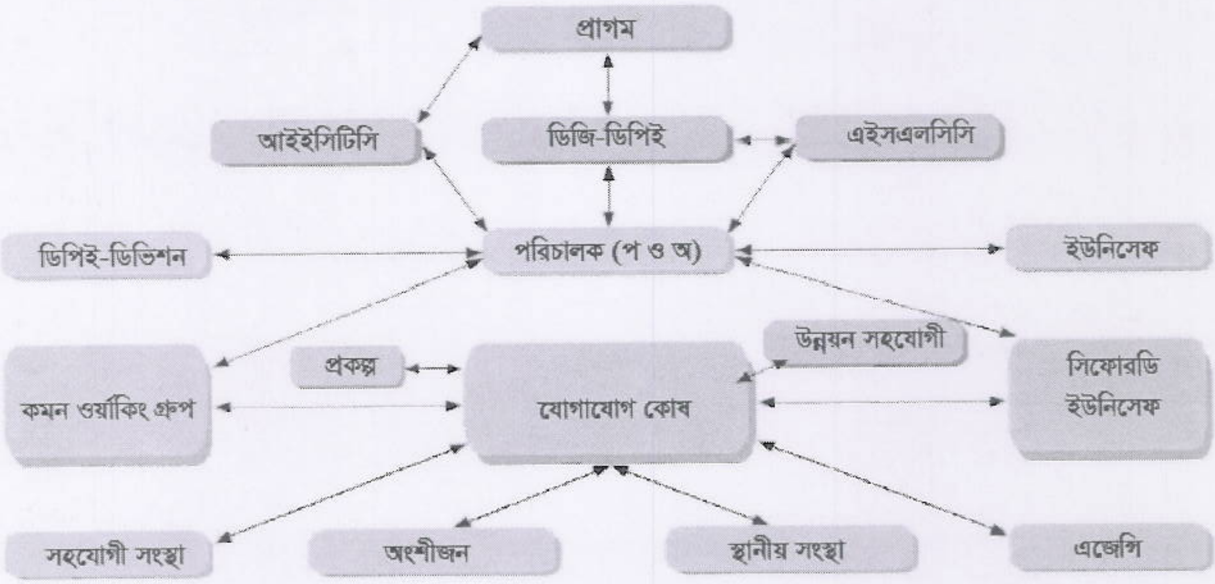

প্রাগম	ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
এইচএলসিসি	ঃ উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি (হাই লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি)
আইইসিটিসি	ঃ তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ বিষয়ক কারিগরি কমিটি (ইনফরমেশন, এডুকেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনিক্যাল কমিটি)
ডিপিই	ঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডাইরেক্টরেট অফ প্রাইমারী এডুকেশন)
সিবিও	ঃ এলাকা ভিত্তিক সংগঠন (কমিউনিটি বেজড অর্গানাইজেশন)

যোগাযোগ সেলের উদ্দেশ্য

যোগাযোগ সেলের মাধ্যমে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির যোগাযোগ কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে। এ সেলের প্রধান কাজ হবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি, উপস্থিতি বৃদ্ধি, পাঁচ বছর শিক্ষা চক্র সমাপন ও সকল শিশুর জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ সেল যোগাযোগ উদ্যোগের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও ফলাফলও পরিবিক্ষণ করবে। একটি উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি এবং ওয়ার্কিং গ্রুপের নিকট থেকে এ যোগাযোগ সেল প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও কারিগরি সহায়তা লাভ করে।

কৌশলপত্র অনুযায়ী সকল যোগাযোগ উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী কমিটি। এটি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও কারিগরি সহায়তা লাভ করবে উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি এবং এ্যাডভোকেসি, আচরণগত ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ কর্মকান্ডের কার্যকর বাস্তবায়নে আচরণগত পরিবর্তনের জন্য গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের নিকট থেকে।

এ যোগাযোগ কোষ ধারাবাহিকভাবে পরিকল্পিত কর্মতৎপরতার মাধ্যমে মিডিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক তথ্যের প্রাপ্যতা ও সহজলভ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করবে। এসব কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য হবে স্থানীয় পর্যায়ে এসব তথ্য এবং স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

যোগাযোগ সেল ছাড়াও যোগাযোগ পরিকল্পনার সাফল্য মনিটর ও পর্যালোচনার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি কমিটিও থাকবে। কমিটির গঠন ও কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১.	মহাপরিচালক, ডিপিই	চেয়ারপারসন
২.	প্রাগম এর প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	এনসিটিবি'র প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	এলজিইডি'র প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	ডিপিএইচই'র প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	বালাদেশ টেলিভিশনের প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	বাংলাদেশ বেতারের প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	নেপের প্রতিনিধি	সদস্য
৯.	এনজিও'র দু'জন প্রতিনিধি (প্রাগম মনোনীত)	সদস্য
১০.	দু'জন বিশিষ্ট নারী প্রতিনিধি (প্রাগম মনোনীত)	সদস্য
১১.	কর্পোরেট খাতের দু'জন প্রতিনিধি (প্রাগম মনোনীত)	সদস্য
১২.	ডিপিই'র মহাপরিচালক মনোনীত একজন প্রধান শিক্ষক (নারী অগ্রাধিকার)	সদস্য
১৩.	ডিপিই'র মহাপরিচালক মনোনীত ডিপিই'র একজন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪.	ডিপিই'র মহাপরিচালক মনোনীত পিটিআই এর একজন সুপার (নারী অগ্রাধিকার)	সদস্য
১৫.	ডিপিই'র মহাপরিচালক মনোনীত একজন উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
১৬.	ডিপিই'র মহাপরিচালক মনোনীত একজন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
১৭.	ডিপিই'র মহাপরিচালক মনোনীত একজন বিভাগীয় উপ-পরিচালক	সদস্য
১৮.	পরিচালক (পলিসি এন্ড অপারেশন), ডিপিই	সদস্য

সমন্বয় কমিটি কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারে। কমিটি তিন মাসে অন্তত একবার বৈঠকে বসবে এবং বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ করে যোগাযোগ সেলের কাছে নির্দেশনামূলক প্রতিবেদন পাঠাবে।

কমিটি নিচের কাজগুলো সম্পন্ন করবেঃ

১. যোগাযোগ কোষের কর্মতৎপরতা পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

২. এ ধরণের পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য উপযুক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন;

৩. যথাযথ যোগাযোগ পদ্ধতি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে নির্দেশনা প্রদান;

৪. বিভিন্ন যোগাযোগ কার্যক্রম ও উপকরণ অনুমোদন;

৫. এ কৌশলের অধীনে কার্যক্রমের মাধ্যমে মেয়েদের জন্য শিক্ষা, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু, উপজাতীয় শিশু এবং অন্যান্য সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার উপর যথাযথ গুরুত্ব নিশ্চিত করা;

৬. যোগাযোগ কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা;

৭. যোগাযোগ কৌশল বাস্তবায়ন কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত পারিতোষিকের সুপারিশ করা;

৮. সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছ থেকে মতামত গ্রহণের জন্য কৌশল প্রবর্তন;

৯. মতামতের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ ও সুপারিশ ;

১০. যোগাযোগ কৌশলের উপর বিষয় ভিত্তিক বার্ষিক পর্যালোচনা ও সুপারিশ;

১১. পঞ্চবার্ষিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে নতুন তথ্য প্রযুক্তিকে যোগাযোগ কৌশলের আওতাভুক্ত করা;

ইশরাত শারমিন হাবীব
শিক্ষা অফিসার
কমিউনিকেশন সেল
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

এ. এইচ. এম. গোলাম কিবরিয়া
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)

শামস উদ্দিন
উপ-পরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ঢাকা, বাংলাদেশ।